উপহার।

আশৈশব হৃদয়-সুহৃদ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র বসু,

অভিন্ন হৃদয়েষু।

ভাই!

লোকে যাহাই মনে করুক না কেন, তুমি সুরবালার শোকে সন্তপ্ত না হইয়া থাকিতে পারিবে না; এই জন্য আমার আদরের ধন আজি তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

শ্রীপুর }
বৈশাখ }

একান্ত তোমার—
শ্রী—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

অঘোরনাথ বন্দোপাধ্যায়......হুগলির একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়.........অঘোর বাবুর পুত্র।

বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়.........কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল।

সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়.........বিজয় বাবুর ভাগিনেয় এবং চারুর বন্ধু।

রামলাল মুখোপাধ্যায়...... হুগলিবাসী একজন জমিদার।

ললিত }
বিনোদ } ....রামলালের বন্ধুদ্বয়।

প্রতিবেশীগণ, ভৃত্য ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সুরবালা..............................অঘোর বাবুর কন্যা।

সরোজিনী.....................চারুচন্দ্রের স্ত্রী।

সরলা..................................বিজয় বাবুর স্ত্রী।

পরিচারিকা, স্ত্রীগণ।

প্রতিমা-বিসর্জন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অঘোর বাবুর অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যান।

সুরবালা ও সরোজিনী আসীনা।

সরো। উঃ কি ভয়ানক বিপদেই পড়েছিলে? তোমার মুখে শুনেই, ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপ্‌চে, তা তুমি যে তখন অজ্ঞান হবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? তার পর, তাদের হাত থেকে উদ্ধার হলে কেমন করে?

সুর। নিঃসহায়ের সহায় পরমেশ্বরই রক্ষা কল্লেন। ডাকাতেরা আমাদের নৌকায় উঠ্‌তে আরম্ভ কল্লে, দাঁড়ি মাঝিরা লাফিয়ে জলে পড়্‌তে লাগ্‌ল; দাদা তা দেখে, আমার হাত ছাড়িয়ে, একেবারে নৌকার বাহিরে গেলেন।

সরো। আমার ত ভাই, ভয়েই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, তার পর?

সুর। তখন তাদের এক জন, আমাদের নৌকায় উঠেছে, দাদা একখান লাঠি দিয়ে তাকে এমন জোরে মাল্লেন, যে সে মার খেয়ে একেবারে জলে পড়ে গেল।

সরো। (সবিস্ময়ে সত্যি নাকি? বেটারা যেমন, তেমনি না হলে কি হয়

সুর। তার পর ভাই, দাদা আমাকে বল্লেন, সুরবালা কাঁদিস্‌নে, পরমেশ্বর আমাদের সহায়, তিনিই রক্ষা কর্‌বেন। সরোজ! দাদা এইকটি কথা বল্‌তে তারা ভাই এমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, যে একেবারে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লেম।

সরো। তা আর হবে না! তোমার তখনকার অবস্থা মনে করে, আমারই যে ভয় হচ্ছে; তারপর কি দেখ্‌লে?

সুর। কতক্ষণ যে আমি সে অবস্থায় ছিলেম, তা ভাই জানিনে, তারপর চেতনা হলে, চেয়ে দেখি, যে কে এক জন কাপড় দিয়ে আমাকে বাতাস কচ্ছে। দাদা যে শিয়রে বসে আমার মাথায় জল দিচ্ছিলেন, তা ভাই, আমি তখন দেখ্‌তে পাই নি।

সরো। রামা বুঝি বাতাস কচ্ছিল?

সুর। না, না; ডাকাতেরা আস্‌তেই সে একেবারে নৌকার ভিতর গিয়ে লুকিয়েছিল।

সরো। (সবিস্ময়ে) ওমা! তবে সে আবার কে?

সুর। তাঁকে ভাই আমি আর কখন দেখিনি, শোনো,

সব বলছি—তার পর আমি দাদাকে না দেখ্‌তে পেয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লেম। দাদা তা শুনে আমার মাথা তাঁর কোলের উপর রেখে বল্লেন, সুরবালা! কেঁদ না, আর ভয় নাই। আমি দাদার কথা শুনে তাঁর মুখ পানে চেয়ে দেখ্‌লেম; তখন আমার অনেক ভরসা হলো বটে, কিন্তু একেবারে নির্ভয় হতে পাল্লেম না, দাদার কোলে মুখ লুকিয়ে, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদ্‌তে লাগলেম্।

সরো। তা হয় বই কি; এমনি কথায় বলে, ‘ঝড় থামেত ঢেউ থামে না,’ তাতে আবার আমরা মেয়ে মানুষের জাত্‌ কিনা।

সুর। তারপর ভাই, দাদা অনেক বল্‌তে, আমার ভয় ক্রমে দূর হলো, তখন আমি উঠে গিয়ে, দাদার পাশে সরে বস্‌লেম; তিনি সেই লোকটির সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন; নৌকার বাহিরে দেখ্‌লেম, তিন জন লোকে দাঁড় বাচ্চে, রামা এক পাশে চুপটিকরে বসে আছে।

সরো। (সহাস্যে) ওর ভাই আমাদের চেয়েও বেশী ভয়। তারপর?

সুর। আমি সেই সব দেখ্‌ছি, আর তাঁদের কথা শুনছি, এমন সময় দাদা আমাকে বল্লেন, সুরবালা! আজ্‌ আমরা এই মহাত্মার কৃপায় জীবন পেয়েছি।

সরো। সত্যি নাকি? সেই মানুষটি তবে সেদিন তোমাদের বাঁচিয়েছিলেন?

সুর। হাঁ, শোনো সব বল্‌ছি। তারপর ভাই, দাদার কথা শুনে তিনি বল্লেন চারু, ওকি কথা? পরমেশ্বরই তোমাদের রক্ষা করেছেন, আমি কেবল উপলক্ষ বইত নই, তাঁকেই ধন্যবাদ দাও। সরোজ! তাঁর কথা গুলি আমার কাণে যেন অমৃত বর্ষণ কল্লে; অমন মধুমাখা কথা শুনে, তাঁকে একবার ভাল করে দেখ্‌তে ইচ্ছা হলো; তাঁর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, কিন্তু আর চোখ ফিরাতে পাল্লেম না। তেমন চমৎকার রূপ, ভাই আমি কখন দেখিনি। আমার ত দেবতা বলে বোধ হতে লাগ্‌ল।

সরো। (সহাস্যে) মরণ আর কি! তোর দাদার সুমুখে, লজ্জার মাথা খেয়ে, কেমন করে তার দিকে চেয়ে থাক্‌লি?

সুর। সত্যি ভাই, আমারও এক এক সময় ঐরূপ মনে হয়; কিন্তু তাঁকে দেখে আমার মনে কেমন একটা ভাবের উদয় হলো, যে দাদার সাম্‌নে, আমি একজন অপরিচিত পুরুষের দিকে চেয়েছিলেম, তা যেন আমার মনেই ছিল না। তারপর যখন তিনি আমার দিকে চেয়ে, মুখ নীচু কল্লেন, তখন যেন ভাই আমার চৈতন্য হলো, লজ্জা এসে উপস্থিত হলো, আর আমিও তাঁর দিকে চাইতে পাল্লেম না। মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে, একপাশে সরে বস্‌লেম, কিন্তু দেখবার ইচ্ছা দূর হলো না। কতবার তাঁর কথা শুন্‌লেম, তাতেও আমার ইচ্ছা নিবৃত্তি হলো না, বরং ক্রমে আরও বাড়্‌তে লাগ্‌ল। সরোজ! বল্‌বো কি ভাই,

আমার মনে যেন তাঁর সেই দেব-মূর্ত্তিখানি আঁকা রয়েছে; সদাই যেন সেই হাসি হাসি মুখখানি স্মুখে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

সরো। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! (প্রকাশ্যে) তুই তাকে দেখে, একেবারে খেপে উঠিছিস্‌ নাকি?

সুর। (সলজ্জভাবে) বাঃ, আবার খেপ্‌তে দেখ্‌লি কিসে?

সরো। (সহাস্যে) না, তা কেন; যার মুখে সাত চড়ে কথা বেরোয় না; আজ তার মুখে একেবারে "দেবমূর্ত্তি" "মধুমাখা" কথার ছড়াছড়ি। না খেপ্‌লে কি, এ সব কথা বেরোয়?

সুর। কথার শ্রী দেখ, যে জিনিসটে ভাল, তাকে ভাল বল্লে যদি পাগল হয়, তবে সবাই পাগল।

সরো। (সহাস্যে) বেশ, বেশ, আজ আমি তোমার দাদাকে বল্‌বো, যে তোমার ত সুরবালার বিয়ের যোগ্য-পাত্র খুঁজে পেলে না, তা আজ সে নিজেই, তার মনের মত দিব্য একটি বর খুঁজে পেয়েছে।

সুর। মরণ আর কি; আমি কি তাই বল্‌ছি, যাও আমি আর তোমার সঙ্গে কিছু বল্‌বো না (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া উপবেশন।)

সরো। (সহাস্যে) সুরবালা, তুমি রাগ কল্লে? (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) তা বল্লে যদি তুমি অসন্তুষ্ট হও, তবে নয় নাই বল্‌বো।

সুর। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) তা ভা-ল।

সরো। (সহাস্যে) তবে কি—বল্‌বো?

সুর। (অন্যদিকে ফিরিয়া) সরোজ! দেখ কেমন গোলাপ ফুল গুলি ফুটে রয়েছে; আমার গাছ গুলিতেই অনেক ফুল ধরেছে। (সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া) আমি মামার বাড়ী গেলে, তুমি বুঝি আমার গাছ গুলিকে, ভাল যত্ন কত্তে না?

সরো। (সহাস্যে) তা কর্‌বো কেন? তুমি আমার সতীন কিনা; ঐ যে বলে—

নিজের জিনিস, বাক্সয় তোলা,
সতীনের জিনিস জলে ফেলা।

সুর। (সহাস্যে) দূর হ কালামুখী; কাকে কি বলে, তা—

সরো। কেন? দাদার মতন—

সুর। তোদের বুঝি হয়ে থাকে, তা সকলকে বলিস।

সরো। ওঃ! ভাল কথা মনে হয়েছে; সুরবালা, সে কথাটি, কি বল্‌বো?

(নেপথ্যে) ওগো বৌঠাকুরুণ, কোথা গেলে, দাদা বাবু যে ডাক্‌ছেন।

সুর। ঐ ঝি তোমাকে ডাক্‌ছে, চল এখন যাই।

সরো। (সহাস্যে) কাযেই; তবে চল, তোমার দাদা ঘরে এসেছেন।

সুর। তুমি যাও আমি কতক গুলি ফুল তুলে নে যাচ্ছি।

সরো। তবে শীগ্গির এসো। (যাইতে যাইতে স্বগত) সুরবালা আমাকে মায়ের পেটের বোনের মত ভাল বাসে, আমিও কি কম ভাল বাসি, আর কেইবা ওকে না ভাল বাসে; যেমন রূপ, তেমনি গুণ; এমন সরল স্বভাব, আমি আর কোথাও দেখিনি। সেই লোকটির প্রতি সুরবালার অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে, আমি তা বেশ বুঝ্তে পেরেছি, আহা! তিনি যদি কুলীনের ছেলে হন, তা হলে বোধ হয়, তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিতে কর্ত্তার অমত হবে না। যাই, জিজ্ঞাসা কল্লে সব জানতে পারবো এখন। [প্রস্থান।

সুর। (পুষ্প চয়ন করিতে করিতে স্বগত) সরোজ বল্লে, আমি পাগল হয়েছি। সত্যই কি আমি তাঁর জন্যে পাগল হয়েছি? কি জানি, নইলে আমার প্রাণ এমন করে কেন? তাঁকে একবার দেখ্তে পেলে বুঝি, মনটা স্থির হতো। এমনি মনে হয়, আরও খানিক নৌকায় থাক্তে পেতেম—(কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা, আমি যখনই তাঁর দিকে চেয়েছি, তখনই তাঁকে আমার দিকে চেয়ে থাক্তে দেখেছি; (ঈষৎ হাস্যে) তবে কি তিনিও আমাকে দেখ্তে ভাল বাসেন? না, তা হতে পারে না; আমি কেন তাঁর গুণেই মোহিত হয়েছি, তাই সর্ব্বদা তাঁকে দেখ্তে ইচ্ছা হয়, তাঁর কেন তেমন হবে? আমার এমন কিছুই নাই, যাতে তাঁর ভালবাসার পাত্রী হতে পারি।

(কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) যাওয়ার সময় যতক্ষণ তাঁকে দেখা গেল, আমি দেখছিলেম, আমার বোধ হলো, যেন তিনিও আমার দিকে চেয়েছিলেন। তবে কি তিনিও আমাকে ভাল বাসেন? কেউ, যদি এই কথাটি ঠিক করে, বলে যায়, তা হলে, হয়ত আমার অনেক কষ্ট নিবারণ হয়; (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া) ভাল, এ কথাতেই বা আমার কি সুখ হতে পারে? যখন তাঁকে দেখ্‌বার আশাই নাই, তখন তিনি আমাকে ভাল বাস্‌লেন, আর না বাস্‌লেন, তাতে আমার বেশী কি হবে? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) কি জানি!

রাগিণী পুরবি—তাল আড়াঠেকা।

যত ভাবি ভাবিব না, কেন তবু বারে বারে,
তার সেইরূপ রাশি, মানসে উদয় রে।
নিরন্তর নিশি দিনে, শয়নে কি জাগরণে,
সতত তাহারে যেন, দেখিতে পাই অন্তরে।
সেই মুখ সেই আঁখি, সদা যেন কাছে দেখি,
সেই মধুমাখা কথা, পশিছে শ্রুতি-বিবরে।
প্রাণ কাঁদে যার তরে, আশা তায় ভুলিবারে,
প্রাণ যে কেমন করে, কেমনে ভুলি তাহারে।

(গীতান্তে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) যাই, সন্ধ্যাও হয়ে এলো। [নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরোজিনীর গৃহ।

চারুচন্দ্র ও সরোজিনী উপবিষ্ট।

সরো। আমিও সুরবালার মুখে তাই শুনেছিলেম, আচ্ছা সে লোকটি কে?

চারু। তাঁর নাম সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; তাঁরা এক সময় হুগলীতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে গণ্য ছিলেন, কালে তাঁর পিতার দোষে, সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়। শুনেছি, বাবা ওদের অনেক সম্পত্তি কিনে নিয়েছেন।

সরো। তাঁরা তবে এখন থাকেন কোথায়?

চারু। এলাহাবাদে ওদের একখান বাড়ী আর কিছু জমি আছে। সুরেন্দ্রের দুই বৎসর বয়সের সময়, তার বাপ মা, এখানে যথা সর্ব্বস্ব হারিয়ে, সেই খানে গিয়ে বাস করেন।

সরো। আহা! তবে তাঁদের এখন বড় কষ্ট হয়েছে।

চারু। কষ্ট! তার আর কথা! একজন বড় মানুষের ছেলে, এখন কিনা এক রকম পথের ভিখারি। সেখানে যা কিছু ছিল, তা দিয়ে সংসার, আর সুরেনের লেখা

পড়ার খরচ অতি কষ্টে চল্‌তো; তা হলেও যা হোক্ এক রকম সুখে ছিল; এখন বাপ মাও মরে গেছে, জগতের মধ্যে কেবল তার এক মাত্র মামা আছেন।

সরো। তিনি কোথায় থাকেন?

চারু। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন প্রধান উকীল, তিনিই সুরেনকে এখানে এনেছেন।

সরো। তবে সুরেন বাবুর সঙ্গে তোমার আগে থেকেই আলাপ ছিল?

চারু। আলাপ কেমন! ছোট কাকার সঙ্গে এলাহাবাদ যাওয়া অবধি, তার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রণয়; বরাবর এক সঙ্গে পড়েছি, আর সেখানে থাকতে প্রায় আমরা ছাড়াছাড়ি হতেম না; তবে এর বাড়ী যে হুগলীতে, তা আমি জানতেম না, আর কখন জানতে ইচ্ছাও করিনি। সেদিন ট্রেণে আস্‌তে কথায় কথায় শুন্‌লেম। ফল সুরেন বড় সৎ, তার মত সরল, আর পরোপকারী অতি অল্পই পাওয়া যায়. সেদিন সেই ঘোর বিপদের সময়, সুরেন এসে উপস্থিত না হলে, কি আর (সরোজের দাড়ি ধরে) এই চাঁদ মুখ খানি দেখ্‌তে পেতেম।

সরো। (দক্ষিণ হস্তে চারুর স্কন্ধ বেষ্টন পূর্ব্বক) সুরবালার মুখে শুনেই, যেন আমার প্রাণ কাঁপতে লাগ্‌ল। দূর-দেশে যাচ্ছ, দুজন বেশী লোক নে যেতে হয়, দুরন্ত পথ, কত আপদ বিপদের আশঙ্কা।

চারু। সেটি বাস্তবিক আমার ভুল হয়েছিল। বাবা অনেক বল্লেন, তাও শুনলেম না, আর এমন বিপদ হবে, তা ত বুঝতে পারি নি।

সরো। মনে কর দেখি, সুরেন বাবু সে সময় না এলে কি দশা হতো—আচ্ছা সুরেন বাবুকে দেখেই কি তারা চলে গেল?

চারু। (সহাস্যে) সহজে কি ছেড়ে গেল; সুরেনের সঙ্গে বন্দুক ছিল, তাই রক্ষে, বন্দুকের শব্দ পেতেই তারা পালিয়ে গেল।

সরো। সুরেন বাবু সেদিকে কোথায় গিয়েছিলেন?

চারু। পুরাঞ্চলে, তার মামার একটি জমিদারী আছে, তাই দেখে আসছিল; পথের মধ্যে গোলমাল শুনে এসে পড়ে, তার পর দেখে যে আমরাই বিপদ্‌গ্রস্ত।

সরো। সুরেন বাবুর ত খুব সাহস।

চারু। তা না হলে কি সেই অন্ধকার রাত্রে, ডাকাতের মধ্যে এসে পড়তে পারে?

সরো। (স্বগত) সুরেন বাবুর কৃপায়, আমার প্রাণেশ্বরের জীবন পেয়েছি, ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন; এখন দেখি যদি আমার প্রাণের সুরবালার মনস্কামনা পূর্ণ কত্তে পারি। (প্রকাশ্যে) সুরেন বাবুর কি বিয়ে হয়েছে?

চারু। (সহাস্যে) কেন? আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছা হয় নাকি?

সরো। তোমার সকল কথাতেই তামাসা; যে আমাদের এত উপকার কল্লে, তার বিষয় কি জানতে ইচ্ছা হয় না?

চারু। আঃ বাঁচলেম; না, তার বিয়ে হয় নি।

সরো। ঠাট্টা তামাস ছেড়ে আমার একটি কথা শুনবে?

চারু। (সহাস্যে) বলই না কেন, কথাটা কি? তোমার ভূমিকা শুনে যে আমার ভয় হচ্ছে।

সরো। সুরবালার এত বয়স হলো, আর কত দিন তাকে ঘরে রাখতে চাও?

চারু। (সহাস্যে) এই কথার জন্য এত আড়ম্বর; তা আমি কি করবো বল; ব বার যে ধনুক ভাঙা পণ, পাত্রটি কুলীনের ছেলে হবে, দেখতে শুনতে, লিখতে পড়তে ভাল হবে, আবার বিলক্ষণ অর্থ থাকবে; একাধারে এই সমুদয় গুলি পাওয়া ভার, বল্লেত শুনবেন না।

সরো। আচ্ছা, সুরেন বাবুর সঙ্গে সুরবালার বিয়ে দিলে হয় না?

চারু। হয় কি না জানি না, কিন্তু আমার মতে, সুরেন সুরবালার যোগ্যপাত্র; যদি এই বিবাহ সম্পন্ন হয়, তা হলে আমি বড় সুখী হই।

সরো। (সহাস্যে) সুধু তুমি না, তোমার বোনও—

চারু। (সরোজিনীর হস্তধারণ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে) বল কি! সত্যি নাকি? সুরবালা কি সেই এক দিনের দেখাতেই, সুরেনের প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছে?

সরো। (সহাস্যে) অনুরাগের সঞ্চার এক দিনেই হতে পারে।

চারু। ঠিক কথা, আমি পূর্ব্বে তত লক্ষ্য করি নি, কিন্তু এখন আমার বেশ বোধ হচ্ছে, ওরা উভয়েই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। সুরেন আমাকে কলিকাতায় তার সঙ্গে দেখা কত্তে লিখেছে, কাল্ যাব মনে করেছি; এক বার বরং সুরেনকে পরীক্ষা করে দেখ্‌বো, যদি প্রকৃতই সুরেনও সুরবালার প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই এ বিয়ে দিতে হবে। সুরেন সমস্ত সদ্গুণের আধার।

সরো। আহা! সুরবালার সরল হৃদয়ে যে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, তা এখনও সে বুঝ্‌তে পারি নি। সে সুরেনের কথা নিয়ে আমার সঙ্গে কত তর্ক কল্লে, বলে "যে জিনিসটি ভাল, তার প্রশংসা কল্লে যদি পাগল হয়, তবে আমিও পাগল, তুমিও পাগল, সকলেই পাগল"।

চারু। প্রাণেশ্বরি! যদি বাল্য-বিবাহ আমাদের সমাজে চলিত না থাকতো, তা হলে আমার বোধ হয়, সকল বঙ্গ-সন্তানই বিশুদ্ধ প্রেমের বন্ধনে, সুখে কাল কাটাতে পাত্তো।

সরো। সে যা হোক, কর্ত্তা যদি এ সম্বন্ধে মত না দেন তা হলে—

চারু। (সবেগে) তা হলে কি? তিনি এক বল্‌বেন, যে তার ধন নাই, কিন্তু আমি বিশেষ করে তার গুণের পরিচয় দিলে, বোধ হয় তিনি অমত কত্তে পার্‌বেন না। বিশেষ তারই কৃপায় আমাদের জীবন পেয়েছেন।

সরো। তুমি যতই বল, কর্ত্তা যে এ বিয়েতে সম্মত হবেন, আমারত তা বিশ্বাস হয় না। তিনি যে একগুঁয়ে মানুষ।

চারু। (বিমর্ষ ভাবে) একান্তই তিনি সম্মত না হলে কি কর্‌বো। ভাল, দেখা যাক্‌, চেষ্টার অসাধ্যত কিছুই নাই।

সরো। তবে, তুমি কি কাল্‌ই তাঁর সঙ্গে দেখা কত্তে কল্‌কাতায় যাবে?

চারু। হাঁ, কাল্‌ই যাব, মনে করেছি।

সরো। (চারুর হস্তধারণ পূর্ব্বক) আবার কাল্‌ই আস্‌বেত?

চারু। (সহাস্যে) তা এখন বল্‌বো কেমন করে; সুরেন যদি বিশেষ অনুরোধ করে, তা হলে, এক আধ দিন থেকে আস্‌তে হবে।

(নেপথ্যে ঘড়ির শব্দ)

চারু। অনেক রাত্‌ হয়েছে, বৈঠকখানার ঘড়িতে বারটা বেজে গেল, চল এখন। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অঘোর বাবুর বৈঠকখানার বারাণ্ডা।

অঘোর বাবুর পশ্চাতে চাকর প্রবেশ।

অঘো। (সক্রোধে) কে এমন কথা বলে?

চাক। আজ্ঞে অনেকেইত বলে।

অঘো। অনেকে? কোন্ কোন্ বেটা এমন কথা বলেছে, তাদের নাম বল, একবার মজাটা দেখাই।

চাক। আজ্ঞে ——

অঘো। আজ্ঞে কি? ভাল, মনে কর, আমি তার যথাসর্ব্বস্ব জাল করে—মিথ্যা করেই নিয়েছি, তাতে কে আমার কি করবে?

চাক। মোকদ্দমা কল্লে হতে পারে।

অঘো। বেশ্ সোজা পথ, আর আদালতের দোরও খোলা আছে।

চাক। তাতে ঈশ্বর না করুন—যদি কোন ক্ষতি টতি হয়, সেই জন্যেই—

অঘো। (ব্যঙ্গভাবে) ওহে বাপু! অঘোর শর্ম্মা কাচা নিয়ে কাপড় পরেন, বুঝেছ? অমনি বল্লেই ত আর হবে না, আমার দশ হাজার সাক্ষী রয়েছে,—প্রমাণ

চারু। (সবেগে) তা হলে কি? তিনি এক বল্‌বেন, যে তার ধন নাই, কিন্তু আমি বিশেষ করে তার গুণের পরিচয় দিলে, বোধ হয় তিনি অমত কত্তে পার্‌বেন না। বিশেষ তারই কৃপায় আমাদের জীবন পেয়েছেন।

সরো। তুমি যতই বল, কর্ত্তা যে এ বিয়েতে সম্মত হবেন, আমারত তা বিশ্বাস হয় না। তিনি যে একগুঁয়ে মানুষ।

চারু। (বিমর্ষ ভাবে) একান্তই তিনি সম্মত না হলে কি কর্‌বো। ভাল, দেখা যাক্‌, চেষ্টায় অসাধ্যত কিছুই নাই।

সরো। তবে, তুমি কি কাল্‌ই তাঁর সঙ্গে দেখা কত্তে কল্‌কাতায় যাবে?

চারু। হাঁ, কাল্‌ই যাব, মনে করেছি।

সরো। (চারুর হস্তধারণ পূর্ব্বক) আবার কাল্‌ই আস্‌বেত?

চারু। (সহাস্যে) তা এখন বল্‌বো কেমন করে; সুরেন যদি বিশেষ অনুরোধ করে, তা হলে, এক আদ দিন থেকে আস্‌তে হবে।

(নেপথ্যে ঘড়ির শব্দ)

চারু। অনেক রাত্‌ হয়েছে; বৈঠকখানার ঘড়িতে বারটা বেজে গেল, চল এখন। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অঘোর বাবুর বৈঠকখানার বারাণ্ডা।

অঘোর বাবুর পশ্চাতে চারুর প্রবেশ।

অঘো। (সকোপে) কে এমন কথা বলে?

চারু। আজ্ঞে, অনেকেইত বলে।

অঘো। অনেকে? কোন্ কোন্ ব্যাটা এমন কথা বলেছে, তাদের নাম বল, একবার মজাটা দেখাই।

চারু। আজ্ঞে——

অঘো। আজ্ঞে কি? ভাল, মনে কর, আমি তার যথা-সর্ব্বস্ব জাল করে—মিথ্যে করেই নিয়েছি, তাতে কে আমার কি কর্‌বে?

চারু। মোকদ্দামা কল্লেও ত পারে।

অঘো। বেশ্—সোজা পথ, আর আদালতের দোরও খোলা আছে।

চারু। তাতে—ঈশ্বর না করুন—যদি কোন অনিষ্ট হয়, সেই জন্যেই—

অঘো। (ব্যঙ্গভাবে) ওহে বাপু! অঘোর শর্ম্মা কাছা দিয়ে কাপড় পরেন, বুঝ্‌লেত? অমনি বল্লেই আর হবে না, আমার দশ হাজার সাক্ষী রয়েছে,—প্রমাণ

রয়েছে। একটা মোকদ্দমা মিথ্যা সাজালেও ত আর হয় না। আদালতে গেলে ক্রুঁদের মুখে বাঁক থাকবে না, সব মিথ্যে হয়ে পড়্‌বে। (অপেক্ষাকৃত উচ্চৈস্বরে) তখন দেখ্‌বো, কে তাকে রাখে। অঘোর বাঁড়ুয্যেকে যেমন তেমন লোক মনে করেছে বটে? তখন তাকে জেলে দেব, তাকে দিয়ে ঘানি টানাব, পাথর ভাঙাব, তবে ছাড়্‌বো। তোমরা মনে কর সহজে ছাড়্‌বো? আমি তেমন পাত্র নই। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে, রামা, তামাক দেনা; (চাকর প্রতি) আঃ খেলে বা ক-চুপোড়া। তখন দেখ্‌বো, তাকে কে রাখে; এতবড় আস্পর্দ্ধা, আমার নামে মিথ্যা যে কথাবা! (রামার তামাক দিয়া প্রস্থান ও অঘোর বাবুর ধূমপান।)

চারু। (স্বগত) লোকে বলে, ওঁদের সমুদায় সম্পত্তি বাবা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছেন, আমারও তা, এখন নিতান্ত অবিশ্বাস হচ্ছে না। এই যে এত রাগ প্রকাশ কল্লেন, তবু মুখ কিন্তু চুণ হয়ে গেছে। যাই হোক্, যেরূপেই হয়, বাবাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কত্তেই হবে। (প্রকাশ্যে) যদি অনুমতি করেন তা হলে একটা কথা—

অঘো। (ব্যগ্রভাবে) একটা কথা কি—বল্‌তে চাও? আচ্ছা বল্‌তে পার।

চারু। সেদিন যে বিপদে পড়েছিলেম, সুরেন এসে উপস্থিত না হলে, আমাদের জীবন রক্ষা হওয়া ভার হতো। সেই জন্যে——

অঘো। সেই জন্যে এখন কি কত্তে বল ?

চারু। আমাদের যে সম্পত্তি আছে, তা অন্যের পক্ষে যথেষ্ট। তা তাকে সে গুলো ফিরিয়ে দিলে হয় না ?

অঘো। (ব্যঙ্গভাবে) হাঁ, তা না হলে, চল্‌বে কেন ? ঘরের টাকা দিয়ে কিনে, এখন ফিরিয়ে দিতে হবে বই কি ; (হাত নাড়িয়া) সে সব বাপু, এ হাড়ে হবে না।

চারু। তার মামা এক জন হাইকোর্টের প্রধান উকিল, সেই খাতিরে অনেকে তার সহায় হতে পারে।

অঘো। হতে পারে, ভালোই ; সে সব ভয় আমাকে দেখাও কি ? তাতে শর্ম্মা ভোলেন না।

চারু। লোকে বলে সুরেন নিশ্চয়ই এ মোকদ্দমা প্রমাণ কত্তে পারবে, আর তাতে আপনার গুরুতর দণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা, তাই——

অঘো। (সক্রোধে) তাই কি ?

চারু। (বিমর্ষভাবে) আপনি রাগ কল্লে আর কি কর্‌বো। কি জানি পাছে কোন বিপদ হয়, এই জন্যেই মন বড় কাতর হচ্চে।

অঘো। তুমি এখন কি কত্তে বলো ?

চারু। ফিরিয়ে দিলে হয় না ?

অঘো। (সক্রোধে) তোর কাছে তখন পরামর্শ নেব, দূর হ, এখান থেকে। আমি কিছু বলিনে বলে, তোর বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে, পাজী এক ছোঁড়া (জনান্তিকে) ও

আবার মানুষ হলো, এখন ওর বুদ্ধি নিয়ে কাষ না কল্লে চল্‌বে কেন? (রামার প্রবেশ)

অঘো। কিরে? তুই আবার কি বলিস্‌?

রামা। এক জন বাবু এসেছেন, আপনাকে ডাক্‌ছেন।

অঘো। (বিরক্তির সহিত) কোথায়? চল্‌ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চাক। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) বাবার নিতান্ত বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছি। এত করে বল্লেম, গ্রাহ্যই কল্লেন না। এখনও ফিরে দিলে, সব গোল মিটে যেতো, তা কর্‌বেন না, নিজের জিদ রাখ্‌তে গিয়ে সর্ব্বনাশ কর্‌বেন, তাও স্বীকার। যাই হোক, আমি জীবিত থাক্‌তে বাবার কোন বিপদ দেখ্‌তে পার্‌বো না। যেমন করে হয়, সুরেনকে বলে কয়ে, নিরস্ত কত্তেই হবে। আমার অনুরোধ বোধ হয়, সুরেন অগ্রাহ্য কত্তে পার্‌বে না। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) কথাটা শুনে অবধি, সুরেনের কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে; আগে জান্‌তেম না, বেশ সুখে ছিলাম; জেনে অবধি ভারি কষ্ট হচ্ছে। যাই হোক, যেরূপে হয় আমি এই বিবাদের মূল উৎপাটিত কর্‌বো। সুরবালার বিয়ের কথা উপস্থিত কর্‌বো মনে করেছিলেম; কিন্তু এ অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি হয়ে উঠ্‌বে। কাযেই, যেরূপে হয় গোপনেই বিয়ে দিতে হচ্ছে। এই এক বিবাহতেই, সকল দিক ঠিক্‌ হবে।

বাবা, আজ শান্তিপুরে যাচ্ছেন; আমি কাল্‌ই কল্‌কাতায় গিয়ে একেবারে বিয়ের ঠিক করে আস্‌বো। বিয়ের পরে, আর কত দিন রাগ করে থাক্‌তে পার্‌বেন।

(চাকর প্রস্থান ও কিয়ৎপরে অঘোর বাবুর পুনঃপ্রবেশ।)

অঘো। কৈ? চাক কোথায় গেল? (ইতস্ততঃ দেখিয়া) ও বল্‌ছে নিতান্ত মিথ্যে না; অনেক লোক আমার শত্রু আছে, আদালতে গেলে, সহজেই প্রমাণ হয়ে পড়্‌লেও পড়্‌তে পারে; কিন্তু তা বলে, ছাড়িই বা কেমন করে? যখন দিইছি, তখন রাখ্‌তেই হবে—যে রূপেই হয় রাখ্‌তে হবে। তাতে প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, নইলে মান থাকে কই। অপমান সহ্য করার চেয়ে প্রাণে মরা ভাল। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) আরে রেখে দাও, কত লোক দেখেছি, কি কর্‌বে? টাকার বৃষ্টি কর্‌বো, অমনি সব মুখ বন্ধ হয়ে পড়্‌বে। টাকায় কি না হয়? যাক্‌, যা হয় হবে, তা ভেবে আর কি হবে। আজ আবার শান্তিপুরে যেতে হবে, না গেলে নয়; কিছুদিন সেখানে থাক্‌তেও হবে দেখ্‌তে পাচ্ছি; এর মধ্যে আর কিছু করে উঠ্‌তে পার্‌বে না। একটা মোকদ্দমা সহজ কথা না; তার সব যোগাড় কর্‌বে, তবেত? তার মধ্যে আমি আস্‌তে পার্‌বো। যাই, আবার বেলা হয়ে উঠ্‌লো। [প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, বিজয় বাবুর বাটীর একটী নিভৃত গৃহ।

সুরেন্দ্র আসীন।

সুরে। কিছুতেই মন স্থির কত্তে পাচ্চিনে। এত ভাবি, যে দুর্লভ জিনিসের আশা করাই অন্যায়, আর ও বিষয় মনে আন্দোলন কর্‌বো না ; কিন্তু কাযে কিছুই কত্তে পারিনে। সুরবালাকে দেখা অবধি, আমার আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েছে ; অহর্নিশি সেই মনোমোহিনী মূর্ত্তির ধ্যান ভিন্ন, আর কিছুই অন্তরে স্থান পাচ্চে না। কতবার পড়বো বলে, বই নিয়ে বস্‌লেম, এক লাইনও পড়্‌তে পাল্লেম না ; আমোদের মধ্যে গিয়েও দুদণ্ড স্থির থাক্‌তে পারিনে ; আমি যে দিকে চাই, সুরবালার মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনে ; চোক্ বুজলেও সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হয় না। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) নামার কাছে, অঘোর বাবুর দুর্ব্যবহারের কথা শুনে, আমার মন আরও অস্থির হয়েছে। এখন আমার উভয় শঙ্কট উপস্থিত দেখ্‌তে পাচ্চি। একদিকে আমার প্রাণ-প্রতিমা সুরবালা, আর

হৃদয়-বন্ধু চারু, অন্যদিকে তাহার নৃশংস পিতা অঘোর
বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি যদি সুরবালা নামের আশায়, আর
চারুর বন্ধুতায়, তাদের পিতাকে ক্ষমা করি, তা হলে
মামার কথার অবাধ্য হতে হয়; আর যদি তাঁর ইচ্ছামত
কার্য্য করি—অঘোর বাবুকে উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে
যাই, তা হলে আমার প্রাণ-প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়,
আশৈশব হৃদয়-সুহৃদ চারুচন্দ্রের মধুর সম্ভাষণ বিস্মৃত
হতে হয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস) সুতরাং সেই সঙ্গে আমার
ইহজীবনের সমুদায় সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়।
(কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) তা বলে কি হবে; যে আমা-
দের সর্ব্বস্ব অপহরণ করেছে—যে তাতেও সুখী না হয়ে
আমার পিতা মাতাকে দেশান্তরিত করেছে, আর তাঁরা
সেই নির্ব্বাসনে—মনোদুঃখে জর্জ্জরিত হয়ে, অকালে পৃথিবী
ত্যাগ করেছেন—যে আমার এত অনিষ্টকারী, তার কিছু
শাস্তি পাওয়া কর্ত্তব্য। যাক্ এ বিষয়ে আর কিছু ভাববো
না; মামা যা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো। (কিয়ৎক্ষণ পাদচার-
ণানন্তর দূরে চারুকে আসিতে দেখিয়া) আঃ কি বিপদ,
চারু আবার এখন এসে পড়্‌ল। এতক্ষণ বসে, যা স্থির
কল্লেম, সবই বুঝি বৃথা হয়। চারুকে দেখেই যেন আমার
যন্ত্রণার ভার অনেক কম্‌ছে, মন আনন্দে পূর্ণ হচ্ছে।
আহা বিশুদ্ধ প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য শক্তি! এই মাত্র তার
সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প কচ্ছিলেম—এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তার প্রাণ-

রাশা বিসর্জ্জন দিয়েছিলেম, এখন তাকে দেখে, সে ভাব মনে কত্তেও লজ্জা বোধ হচ্ছে। যাই চারুকে ডেকে নিয়েআসি।

[প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে চারুর হস্তধারণ পূর্ব্বক পুনঃপ্রবেশ।

সুরে। তার পর বাড়ীথেকে কখন বেরিয়েছ ?

চারু। এই, সাড়ে আটটার ট্রেণে।

সুরে। তবে এত ক্ষণ কোথায় ছিলে ? খাওয়া হয়নি দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি একটু বসো, আমি তোমার খাওয়ার কথা বলে আসি। (উত্থানের উপক্রম)

চারু। (সুরেনের হস্তধারণ পূর্ব্বক) বিলক্ষণ! কোথা যাও ? না খেয়ে এই তিনটের সময় এসেছি, মনে কচ্ছো ? একটী আত্মীয় আমার সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁর বোনের বাড়ী হাওড়ায়, তাঁর অনুরোধ ছাড়াতে পাল্লেম না, কাযেই সেখান থেকে খেয়ে আস্‌তে হলো।

সুরে। বটে ? এই টুকু আস্‌তে বুঝি আর দেরি সইল না।

চারু। কি করি ভাই, ছাড়াতে পাল্লেম না ; নইলে আমি এখানে এসে আহার কর্‌বো বলেইত সকালে বেরিয়েছিলেম।

সুরে। (সহাস্যে) থাক্, আর তোমার ভদ্রতায় কায নেই ; এখন তোমাদের বাড়ীর সব ভালত ?

চারু। হাঁ, আর সকলেই ভাল আছে, কেবল সুর-বালার আজ কদিন ধরে, একটু অসুখের মত হয়েছে।

সুরে। (সসব্যস্তে) কেন, তাঁর কি হয়েছে?

চারু। কি জানি ভাই, সেদিন অবধি মাথার অসুখ হয়েছে বলে, সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকতে ভাল বাসে, আর অন্যমনস্কের মত প্রায়ই হয় বই হাতে করে, কি অমনি চুপ করে বসে থাকে। রাত্রে ঘুম হয় না, ক্রমেই শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, আর চেহারাও অনেক খারাপ হয়ে পড়েছে।

সুরে। (স্বগত) এ আবার কি? (প্রকাশ্যে) ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

চারু। হাঁ, হুগলির চারিটেবল্ ডিস্পেন্সারির ডাক্তার হীরালাল বাবু, তিনিই দেখছেন। তিনি বলেন, হঠাৎ কোন মানসিক চিন্তার জন্যে এরূপ হয়েছে। সর্ব্বদা আমোদে থাকলে, আর বলকারক দ্রব্যাদি আহার করলে, সেরে যাবে।

সুরে। (স্বগত) চিন্তা! কিসের চিন্তা? সে কি আমার চিন্তা? না তা ভাবতেও সাহস হয় না। সুরবালা লাভের আশা আমার পক্ষে বৃথা; (দীর্ঘ নিশ্বাস) অঘোর বাবু কি আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে স্বীকার করবেন?

চারু। (স্বগত) আমার আর সন্দেহ নাই। সুরেন সুরবালার অসুখের কথা শুনে অবধি কেমন হয়েছে। এরা

উভয়ে উভয়ের প্রতি নিতান্তই অনুরক্ত হয়েছে, বোধ হয় বিয়ে দিলেই হয়; এখন আমার কার্য্য উহাদের চেষ্টা দেখ্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) সুরেন! কি ভাবছো?

সুরে। অ্যাঁ—না, কিছুই না; সরোজ ভাল আছেন?

চারু। হাঁ, সব ভাল আছে। তোমাকে একটি বিষয়ে আমি অনুরোধ কর্‌তে ইচ্ছা করি; রাখ্‌বেন?

সুরে। দেখি! তোমার কথায় ভাবে বোধ হচ্ছে, যেন আমি তোমার কথা শুনিনে। তুমি যদি পুনর্ব্বার এরূপ ভাব, তা হলে আমি বিশেষ কষ্ট পাই। তুমি এই কয় দিনের মধ্যে সব ভুলে গেলে? ছিঃ!

চারু। সুরেনের হস্তধারণ পূর্ব্বক (সহাস্যে) ভাই দুঃখিত হয়ো না, তোমাকে বিস্মৃত হওয়া আমার অসাধ্য। আমি কি জানিনে, যে তুমি আমার এরূপ কথায় কষ্ট পাবে। তবে কিনা আজ, দুঃখের বোঝা মাথায় করে এসেছি, সেই জন্য হঠাৎ এরূপ কথা বেরিয়ে পড়েছে।

সুরে। (ব্যগ্রতার সহিত) কেন? কি হয়েছে?

চারু। আমাদের শৈশব সময়ে, বাবা কুমন্ত্রীর চক্রে পড়ে, তোমার পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত করেছেন। শৈশব সময়ের ঘটনা বলে তুমি কি আমি এ বিষয়ের কিছু বিশেষ জান্‌তেম না। হায়! একথা জানবার পূর্ব্বে স্বর্গ-সুখ ভোগ করছি; এখন কেবল দুঃখ-সাগরে, অহর্নিশি মগ্ন হচ্ছি; এমন কি তোমাকে মুখ দেখাতেও লজ্জা বোধ

হচ্ছে। আমার পিতার অত্যাচারে, তুমি পথের ভিখারী হয়েছ, এ কথা আমার পক্ষে বজ্রাঘাত স্বরূপ। সুরেন! আমাকে এ যাতনা থেকে মুক্ত কর; আমার অনুরোধ, আমার প্রার্থনায়, বাবাকে ক্ষমা কর, আমি——

সুরে। চারু, এ সামান্য কথা, তোমার মত প্রিয় বন্ধুর জন্যে, আমি সকলই কত্তে পারি। কিন্তু ভাই, যখন মনে হয় আমার পিতা মাতা রাজ সংসার থেকে, একেবারে পথের ভিখারী হয়েছেন—যখন মনে হয় তাঁরা অন্যা-বস্থায়, এই হতভাগ্যের লালন পালনে কত কষ্ট পেয়েছেন, কতদিন অনাহারে কাল যাপন করেছেন, আর এই রূপে কত যন্ত্রণা সহ্য করে, অকালে পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছেন—আমাকে অপার শোক সাগরে ফেলে গেছেন, আর তোমার পিতাই এ সকল দুর্ঘটনার কারণ; তখন মনের বেগ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। চারু! ভাই ক্ষমা কর। বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন, যত দিন আমার পিতা মাতার সন্তাপ-দায়কের প্রতি, উপযুক্ত প্রতিশোধ না দিতে পারবেন, ততদিন এ চিন্তা অন্তর হতে দূর কর্‌বেন না; কাযেই আমাকেও তাঁর মতানুসারে চল্‌তে হচ্ছে। যাই হোক্‌, তোমার পিতা যেরূপ নৃশংসের—যেরূপ নার-কীয় কায করেছেন, তাতে তাঁর জন্যে তোমার কাতর হওয়া উচিত না। পিতাই হউন্‌, আর যিনিই হউন্‌, দোষী মাত্রেরই শাস্তি পাওয়া কর্ত্তব্য।

চারু। (সজলনয়নে) সুরেন! নৃশংস হউন, আর বারকীই হউন, তথাচ তিনি আমার পিতা—দেবতার ন্যায় পূজনীয়; তিনি জগতের সমস্ত দোষে দোষী হলেও আমার পূজনীয়; তাঁর মঙ্গলের জন্যে আমার জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ করি। যাই হোক্, আমি তোমার সঙ্গে বিবাহ কত্তে ইচ্ছা করি না; আমার আন্তরিক অভিলাষ, আমাদের পরস্পরের মধ্যে, এই বিবাদ বিসম্বাদের মূল উৎপাটিত হয়, আর আমাদের বাল্য-প্রণয়ে কোন বাধা না ঘটে। সুরেন! যা হয়ে গেছে, তুমি সহস্র চেষ্টা কল্লেও তা আর ফিরাতে পার্‌বে না; সেই জন্যে, আমার অনুরোধে—পিতা সহস্র দোষে দোষী হলেও, তাঁকে তোমার ক্ষমা কত্তে হবে আর এ জন্যে তোমার মামাকে অনুরোধ কত্তে হবে। যেরূপে হয়, তোমার সমু-দায় সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়ে দেব—আমাদের যথাসর্ব্বস্ব দিতেও প্রস্তুত আছি, তথাচ পিতার অপমান সহ্য কত্তে পার্‌বো না। যদি না শোন—যদি এতদিনের প্রণয়-বন্ধন ছিঁড়্‌তে সক্ষম হও, তবে যা ইচ্ছা কত্তে পার, কিন্তু আগে আমাকে বধ কর। (অধোমুখে অবস্থিতি)

সুরে। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বগত) দূর হোক্, যা হবার হয়েছে, সে জন্যে এখন তার সর্ব্বনাশ কল্লে, কি লাভ হবে? চারু আর সুরবালার মমতা বিসর্জ্জন দিতে পার্‌বো না (চারুর হস্তধারণ করিয়া প্রকাশ্যে) এসো

ভাই, আর কাষ নাই, যা হবার হয়েছে। আমি মনের বেগে যা বলেছি, তা আর কিছু মনে করো না। চল, বাবাকে বলে, সকল গোল মিটান যাক্।

[চারুর হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সরলার বসিবার ঘর।

বিজয় ও সরলার প্রবেশ।

বিজ। চারু কি তবে তোমারও কাছে এসেছিল ? বটে ? কি বল্লে ?

সর। সে, তার বোনের সঙ্গে সুরেনের বিয়ে দিতে চায়, আর তার পরে, তার বাপের মত করে, সব ফিরে দেবে বলে।

বিজ। সুরেনের মত আছে ত ?

সর। তা আছে বই কি। সেই আরো চারুকে সঙ্গে করে সে এলো, আর যতক্ষণ চারুর সঙ্গে আমার কথা চল্‌ছিল, ততক্ষণ সে চুপটি করে শুন্‌ছিল। কেন, তোমাকে কিছু বলেনি ?

বিজ। বিয়ের কথা? চারু বলেছিল বটে, কিন্তু তাতে আমি কোন স্পষ্ট উত্তর দেই নি। সে মেয়েটি কেমন? (ঈষৎ হাস্যে) সুরেনের মনের মত হবেত?

সর। (সহাস্যে) তা, অনেক দিন হয়ে গেছে। সে দিন সুরেনের মুখে, সুরবালার প্রশংসা ধরে না। এ তো আমাদের সেকেলে বিয়ে নয়, যে বাপ, মা, খুড়ো, জ্যাঠার মত না হলে হবে না।

বিজ। (সহাস্যে) বটে? সুরেন কি তাকে দেখেছে?

সর। কেন, সেই ডাকাতের হাত থেকে যে, ওদের বাঁচিয়েছিল, সেই সময় ত দেখেছে।

বিজ। ওঃ, তাইতো! আমার মনে ছিল না।

সর। যাই হোক, যা হবার হয়েছে, এখন ওদের সর্ব্বনাশ করেত আর তার শোধ উঠবে না। আরও সুরেন যখন সুরবালাকে ভাল বাসে, তখন বিয়ে দেওয়াই উচিত হচ্ছে, তাতে সুরেনও সুখে থাকবে, আর একটু মায়া বললে, চারুর বাপ, সব ফিরিয়ে দিলেও পারে।

বিজ। (ঈষৎ হাস্যে) তা আমি বিশ্বাস করিনে, তবে চিরদিনের জন্যে, সুরেনের মনের সুখ নষ্ট করা আমার ইচ্ছা নয়; কাযেই বিয়ে দিতে হচ্ছে।

সর। তবে, নিকটে যে দিন থাকে, তাইতে বিয়ে দেও; ওর বাপ বাড়ীতে এলে, আবার কি একখানা করে বসবে।

বিজ। (সহাস্যে) আর তোমারও বৌটি নিয়ে আমোদ করার বিলম্ব হবে।

সর। (সহাস্যে) তা বৈ কি! কাল্ যাই সব ঠিক না করো, তা হলে——(মুষ্টি প্রদর্শন)

বিজ। (সহাস্যে) মার্‌বে? একটু কষ্ট হবে না?

সর। (সোহাগ ভরে বিজয়ের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক)

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

হৃদয়ের ধন তুমি, অমূল্য রতন,
তোমারে কি পারি কভু, করিতে হে অযতন।
এই আশা সদা মনে, প্রাণনাথ তোমাধনে,
বাঁধিয়ে প্রেমেরি ডোরে, সেবিব তব চরণ।

বিজ। (সরলার মুখচুম্বন করিয়া) আর নূতন কিছু দিবার নাই, নইলে একটি ভাল রকম বক্‌শিশ দিতেম।

সর। (সহাস্যে) ভাণ্ডারের চাবি যার হাতে, তাকে আবার বক্‌শিশ দেবে কি? ছিঃ দুয়ট ভাই, আমি এখনও ভাল করে শিখ্‌তে পারিনি।

বিজ। কেন? বেশ্ হয়েছে; বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট; আর বাস্তবিক তোমার গাওয়া মন্দ হয় নি; আমিত যতক্ষণ শুন্‌ছিলেম্ ততক্ষণ যেন স্বর্গে আছি, মনে হচ্ছিল।

সর। আমার গাওয়া প্রকৃত পক্ষে ভাল না হলেও

যে তোমার কাণে ভাল লাগ্‌বে, এটি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়; এমনি লোকে বলে, "ভালবাসার গাল্‌ও মিষ্টি"; যাহোক্, আমি যে তোমাকে সুখী কর্‌বার একটি নূতন উপায় পেয়েছি, এ আমার কাছে সামান্য সৌভাগ্যের কথা নয়।

বিজ। বাস্তবিক, সঙ্গীতের মত, বিশুদ্ধ আমোদের জিনিস আর কিছুই নাই। আমাদের দেশে, লোকের দোষেই, সঙ্গীতের উপর এত অনাদর হয়ে উঠেছে। বেশ্যালয়ে আর নীচ সমাজে ভিন্ন, আর কোথায়ও সঙ্গীতের চর্চ্চা দেখা যায় না, কাযেই নিতান্ত কুৎসিৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আমার বিশ্বাস যদি সকল স্ত্রী পুরুষে সঙ্গীত শিক্ষা করে তা হলে বোধ হয়, ব্যভিচার দোষ একেবারে লোপ হয়—লোকের মনে ধর্ম্মভাব আবির্ভূত হয়। আমি জানি অনেকে, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে, বেশ্যালয়ে গমন আরম্ভ করে, কাযেই সংসর্গ দোষে, তাদের চরিত্র মন্দ হতে থাকে।

সর। যাদের চরিত্র মন্দ হওয়ার, তাদের কিছুতেই বাধা দিতে পারে না।

বিজ। তার কোন মানে নাই; লোকে কিছু প্রথমেই মন্দ থাকে না।

সর। রাত্ অনেক হয়েছে, আর কতক্ষণ বসে থাক্‌বে?

বিজ। (সরলার চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) বড় দুখ পাচ্ছো কি? বাস্তবিক কথায় কথায় অনেক রাত্ হয়ে গেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিজয় বাবুর বৈঠকখানা।

বিজয় ও সুরেন উপবিষ্ট।

বিজ। চারু গেল কোথায়?

সুরে। বাহিরের বারাণ্ডায়, বেড়াচ্ছে, এখনি আসবে।

বিজ। দেখ সুরেন, অঘোর বাবু তোমার যেরূপ ক্ষতি করেছেন তুমি যত চেষ্টাই কর—কিছুতেই তার শোধ উঠতে পারে না। বিশেষ চারুর সঙ্গে তোমার বিলক্ষণ প্রণয় দেখ্‌তে পাচ্ছি, আর সে যখন সমুদায় ফিরে দিতে স্বীকার কচ্ছে, তখন মোকদ্দমা করে, তাদের অনর্থক কষ্ট দিলে কি হবে?

সুরে। আপনার যা ভাল বিবেচনা হয়, করুন।

বিজ। না, বিবেচনা করে দেখ, মোকদ্দমা কল্লে, যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, তাতে অঘোর

বাবুকে সম্ভবতঃ দীপান্তরে যেতে হবে, আর তাদের যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য কত্তে হবে। তোমার দ্বারা চারুর এত অনিষ্ট হলে সে ভারি কষ্ট পাবে, আর তুমিও যে তাতে সুখী হতে পারবে, তাও বোধ হয় না।

সুরে। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই না; তারা কষ্ট পেলে আমি কোন মতে সুখী হতে পারবো না।

বিজ। তা হলে মোকদ্দমার আশা ত্যাগ কত্তে হচ্ছে।

সুরে। আমি সে আশা পূর্ব্বেই ত্যাগ করেছি, শুদ্ধ আপনার অনুমতির অপেক্ষা ছিল।

বিজ। দেখ, সহজে যদি কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যায়, তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। আমি শুদ্ধ তোমার ভালোর জন্যে এই মোকদ্দমা কত্তে সঙ্কল্প করি, আর তার প্রমাণ সংগ্রহ কত্তেও, যথেষ্ট যত্ন করেছি সত্য, কিন্তু যখন সহজে মিটে যাচ্ছে, তাতে অসন্তুষ্ট হবে কেন? বরং আরও সুখী হব।

সুরে। আপনি যাহা করুন, ও কথা মনে কত্তেও আমার লজ্জাবোধ হয়।

বিজ। তা অবশ্য হতে পারে; আচ্ছা তুমি চারুকে ডেকে নিয়ে এসো। [সুরেনের প্রস্থান।

বিজ। (স্বগত) সুরেন বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে; সুরবালার সঙ্গে বিয়ে দিতে, আমায় অনুরোধ করবার জন্যে, তার মামীকে পর্য্যন্ত ধরে পড়েছে, আর

চারুও নিতান্ত কাতর হয়ে বেড়াচ্ছে, এখন বিয়েটা স্বশৃ-ঙ্খলায় হয়ে গেলে, সকল দিক বজায় থাকে। চারু বল্‌ছে বটে, বাপের মত করে সব ফিরিয়ে দেবে, আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হচ্ছে না। অঘোর যে সহজে সম্মত হবে, তা বোধ হয় না। অঘোর যেমন নরাধম, চারুর স্বভাব ঠিক তার বিপরীত, এমন পাপীষ্ঠের ঔরসে চারুর জন্ম হলো কেমন করে? চারুর মত ছেলে প্রায় আজ কাল্ দেখা যায় না; স্বভাব যেমন সরল, ব্যবহারও ঠিক তার অনুরূপ। বড় মানুষের ছেলে বলে, মনে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই, আবার সুরেনও চারুর মত সমস্ত সদ্গুণের আধার। পরমেশ্বর উপযুক্ত বোধেই এদের দুজনকে সখ্যতা-সূত্রে বদ্ধ করেছেন। দুটিতে যেন সহোদর ভায়ের মত; এক সময় আহার কর্‌বে, এক সময় স্নান কর্‌বে, একত্র বেড়াবে, একত্র শোবে, এক তিলও ছাড়াছাড়ি নাই। আহা, কাল্ যখন আমি প্রথমে চারুর প্রস্তাবে অসম্মত হয়ে, ভয়ানক রাগের ভাব প্রকাশ করেছিলেম, তখনকার কথা মনে হলে ভারি কষ্ট হয়। চারু এসে আমার পায়েধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, তা দেখে সুরেনও কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্লে। আমারই তখন চখের জল রাখা ভার হয়েছিল। তার পর যখন বোঝ্‌পড়া কর্‌বো বা স্বীকার কল্লেম, তখন যেন তার বুক থেকে একটা বোঝা নেবে গেল। চারুর গুণে, তার উপর এই দুদিনেই, কেমন স্নেহ জন্মেছে, এখন সর্ব্বদাই

তাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া) এইযে এরা আস্‌ছে।

(সুরেন ও চারুর প্রবেশ।)

বিজ। (উভয়ের প্রতি) এস; এইখানে বসো।

(উভয়ের উপবেশন)

সুরে। (সহাস্যে) মশায়, উনি আজই যেতে চাচ্ছেন।

বিজ। (সহাস্যে) বাড়ীতেত যাবেই, তার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? দুদিন থাক্‌লেই বা, ক্ষতি কি?

চারু।—আজ্ঞে, বাবা বাড়ীতে না, সেই জন্যেই—

বিজ। তাঁর সেখানে কতদিন বিলম্ব হবে?

চারু। তা ঠিক বল্‌তে পারিনে; বোধ হয় বিশ পঁচিশ দিন হতে পারে।

বিজ। তা হলে, এই ভেইশে কেন বিয়ে হোক্ না; দিনও ভাল, আর তোমার পিতারও তার মধ্যে আসার সম্ভাবনা নাই।

চারু। আপনি যেরূপ অনুমতি কর্‌বেন, তাতেই প্রস্তুত আছি।

বিজ। তবে সেই ভাল। কাল্ বাড়ীতে গিয়ে, সব আয়োজন আরম্ভ কর; বেশী আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, যত গোপনে শেষ হয় তাই ভাল, এখন তোমার মহৎ ইচ্ছা, সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয়, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা।

তবে এখন তোমরা স্নান কর্‌তে এসো (ঘড়ী দেখিয়া) বেলাও হয়ে উঠেছে।

[বিজয়ের পশ্চাতে সুরেন ও চাকর প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হুগলী, রামলালের বৈঠকখানা।

রামলাল আসীন।

রাম। আমি এই চখে, (চক্ষুতে হস্ত দিয়া) প্রায় দশ হাজার মেয়ে মানুষ দেখেছি—কত হাত্‌ও করেছি; কিন্তু এমনটি—উঁহু; তাদের একশটা একত্র কর্‌লেও এর পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে না। পৃথিবীতে, তোমার চন্দ্র বলো, পদ্ম বলো, ছাই বলো, আর ভস্ম বলো, এমন কিছুই নাই, যে তার রূপের সঙ্গে, তুলনা, করা যায়। সে যে নিরুপমা, তার নাহিক উপমা (সহাস্যে) বাঃ দিব্বি টৈপাস্ট্রি হয়ে গেল যে। তেমন তেমন মেয়ে মানুষের রূপ দ্যাখ

কত্তে কত্তে মানুষে, এই রকমেই কবি হয়ে উঠে। এই যে, ভারত চন্দ্র, এক বিদ্যের রূপ ধ্যান কত্তে কত্তেই মাথা গরম করে বস্‌লো, আর অমনি জগদ্বিখ্যাত কবি হয়ে দাঁড়ালো। মরুক্‌গে, ও সব বাজে কথায় ফল কি? এতেত আর কোন উপায় হবে না। ফল কথা, ওকে চাই-ই চাই; কিন্তু পাই কেমন করে? (জনান্তিকে) দেখ দেখি, ললিতকে সেই কখন ডেকে পাঠিয়েছি, এখনও আস্‌ছে না। তার বিদ্যের দৌড় কত, আজ এলে বোঝা যাবে। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া) এই যে নাম কত্তে কত্তেই উপস্থিত। তুই ভাই অনেক দিন বাঁচ্‌বি।

(ললিতমোহনের প্রবেশ।)

ললি। আজ কাল্ কি অন্তর্যামিনী হয়েছ নাকি?

রাম। না রে, আমি এইমাত্র তোর নাম কচ্ছিলেম।

ললি। শুভাদৃষ্ট। তার পর খবর কি বল দেখি; লোকের উপর লোক, এত তকরিতলব কেন?

রাম। বল দেখি, কেন?

ললি। কার সর্ব্বনাশের ফাঁদ পেতেছ বুঝি; তা নইলে আর ললিত মোহনের এত খোঁজ কেন?

রাম। হাঃ, হাঃ, হাঃ; (ললিতের পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া) আচ্ছা লোক বাবা। (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে তামাক দে—রে। (ললিতের প্রতি) তার পর, কি বুঝ্‌লে বল দেখি। [হুক্কোর তামাক দিয়া প্রস্থান।

রাম। খাও হে, ললিত মোহন।

ললি। (তামাক খাইতে খাইতে) তার পর, বল দেখি, কাণ্ডখানা কি?

রাম। তবে আমার গা ছুঁয়ে দিব্বি কর্।

ললি। কেন?

রাম। আমি যা বল্‌বো, তা শুনে চটী্‌বিনে?

ললি। (স্বগত) এ বেটা নিশ্চয়ই কি একটা কুমৎলব বার্ করেছে, তার আর সন্দেহ নাই; নইলে এত বাঁধা বাঁধি কেন?

রাম। কিও, চুপ করে থাক্‌লে যে?

ললি। (হুকা দিয়া) না, ভাব্‌ছিলাম কথাটা কি, যাক্, তাই বলই না।

রাম। ও পাড়ার অঘোর বাঁড়ুযোকে জানিস্?

ললি। অঘোর বাবু একজন বড়লোক, তাঁকে আর জানিনে?

রাম। হাঁ, আমিওত তাই বলি। তার একটি মেয়ে আছে দেখেছিস্?

ললি। (স্বগত) যা ভেবেছিলেম, তাই হয়েছে; ওওটা নিজে মর্‌বে, আবার আমাকে সঙ্গী কত্তে চায়। (প্রকাশ্যে) দেখ ভাই, এরূপ কথা মুখে এনো না, তিনি একজন বড়লোক।

রাম। বড়লোক তার কম্ কি? তুমি লোক চাও,

টাকা চাও, যা চাও, তাই দিচ্চি। উঃ কত লোক, কত বড় লোক এই বাসে দেখা গেল। এত লেখা পড়া শিখে, তোর এখনও ভয় গেল না।

ললি। (স্বগত) আর বাবা লেখা পড়া; সে সব চুলোয় গেছে। নইলে কি তোমার ন্যাজ ধরে বেড়াতে হতো। এক মদেইত আমাকে খেলে। বিদ্যের যথা সর্ব্বস্ব গেছে, এখন আবার তোমার খোসামুদি না কর্‌লে চলে না। মদটা, রাখতেও পারিনে, ছাড়তেও পারিনে।

রাম। কিরে, তুই আজ্ এমন হতভোম্বা হয়ে পড়ে-ছিস্ কেন? একটু মদ খা যে এখনি বুদ্ধি সাফ্ হয়ে যাবে।

ললি। মাপ্ত, এখন মদ খাব না, বড় অসুখ করেছে।

রাম। আরে রেখে দাও অসুখ, এখনি সব সেরে যাবে। কেমন আন্‌তে বলি?

ললি। এখন থাক্, (কিয়ংক্ষণ চিন্তার পরে) আচ্ছা, এক কায কল্লে হয় না?

রাম। কি?

ললি। তুমি কেন তাকে বিয়ে কর না।

রাম। আঃ মূর্খ; এতক্ষণের পর বুঝি এই ঠিক কল্লি, ওরে মেবে কেন?

ললি। কেন? তুমি বড় মানুষের ছেলে, কুলীন, তোমাকে বিয়ে দিতে বোধ হয় কোন আপত্তি না থাকতে পারে।

রাম। আমার সঙ্গে একবার বিয়ের কথা হয়েছিল।

ললি। তার পর হলোনা কেন?

রাম। ছেরো, তার বাপ্‌কে বল্লে কিনা, সেটা বাঙাল, লেখা পড়া জানে না, তাইতে কাবেই অঘোর বাবুর মত বিগড়ে গেল।

ললি। আর কোথাও কি তার বিয়ের ঠিক হয়েছে?

রাম। (সহাস্যে) ওরে তা বুঝি শুনিস্ নি, বড় এক মজা হয়েছে।

ললি। কি মজা?

রাম। সুরেনের নাম শুনেছিস্?

ললি। হাঁ, তাতে কি?

রাম। তার সঙ্গে চারুর বড় প্রণয়, তাতে আবার সে নাকি তাদের ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছে, তাইতে চারু, সুরেনের সঙ্গে তার বোনের বিয়ে দেবে।

ললি। ঠিক্ হয়েগেছে?

রাম। কাল্ ঠিক্ হয়ে গেছে, আমি গোপনে খপর পেয়েছি।

ললি। বিয়ে হবে, তার আবার গোপন কেন?

রাম। (সহাস্যে) সে বড় মজা হয়েছে। অঘোর বাবুর সঙ্গে তাদের বড় বিবাদ; তিনি এখন শান্তি-পুরে গেছেন, এই উদ্যোগে গোপনে বিয়েটা দিয়ে ফেল্‌বে।

ললি। বটে! অঘোর বাবু, তাহলে বিয়ের কিছুই জানেন্ না?

রাম। না, তিনি জান্‌বেন কি করে?

ললি। তবে, আর কোন ভাবনা নেই। বিয়ের দিন ঠিক্ হয়েছে কবে জান?

রাম। এই মাসের তেইশে, আর মোটে সাত দিন আছে।

ললি। বস্, বাবা কাম হাঁসিল জেনে রাখ, আমি কাল্‌ই ফাষ্ট ট্রেণে সেখানে যাব।

রাম। পার্‌বি তো?

ললি। তা পরে দেখতে পাবে। এখন চল একবার সুধাপান করে মনের স্ফূর্ত্তি করে নিতে হবে।

রাম। আরও অনেক কথা আছে, বল্‌বো; এখন চল, আগে একটু খেয়ে নি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অঘোর বাবুর অন্তঃপুর।

সরোজিনীর হস্তধারণ পূর্ব্বক চারুর প্রবেশ।

সরো। এই বুদ্ধি তোমার একদিন থেকে আসা?

চারু। কি করবো ভাই, নিতান্ত অনুরোধ কল্লে, কাযেই থেকে আস্‌তে হলো। [উভয়ের উপবেশন।

সরো। তুমি একটু বসো, আমি তোমার খাবার নিয়ে আসি। (উত্থানের উপক্রম)

চারু। (সরোজিনীর হস্তধারণ পূর্ব্বক) তুমি বসো,— ঝিকে আনতে বলনা কেন।

সরো। সে যে জানে না।

চারু। সুরবালা কোথায়? সে কেমন আছে?

সরো। এসে সব বল্‌বো। [প্রস্থান।

চারু। শীঘ্র এসো, আমায় ভুলে যেও না যেন। (স্বগত) এই যে আস্‌তে এত কষ্ট হয়েছে, সরোজকে দেখে, সে সব যেন একেবারে দূর হয়ে গেল। আমি সহস্র দুঃখ পাই,—কষ্ট পাই, সরোজ আমার সাম্‌নে এলে, যেন সব ভুলে যাই। কতদিন আপনাকে পরীক্ষা করে দেখ্‌বের জন্যে, মনে মনে ঠিক করে বসে আছি, আজ

খুব গম্ভীর হয়ে থাক্‌বো, মোটে কথা কইবো না; কিন্তু তফাৎ থেকে, আস্‌তে দেখ্‌লেই আর সে ভাব ঠিক রাখ্‌তে পারিনে। সরোজকে দেখ্‌লে যেন আমার হাস্‌তে ইচ্ছা হয়, মুখে হাসি চেপে রাখ্‌লেও, মন হাস্‌তে থাকে। স্ত্রী যদি মনের মত হয়, পুরুষের পক্ষে, তার চেয়ে সুখ আর জগতে নাই। আমারত বোধ হয়, যে আমার মত সুখী নিতান্ত কম। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া) এই যে আমার হৃদয়বিলাসিনী আস্‌ছেন।

(পাত্রহস্তে সরোজিনীর প্রবেশ।)

সরো। (চারুর সম্মুখে পাত্র রাখিয়া) কিও; আপনা আপনি হাস্‌ছ কেন?

চারু। (সহাস্যে) তোমাকে দেখ্‌লেই আমার হাসি পায়।

সরো। বাঃ আমি পাগল নাকি?

চারু। (সহাস্যে) তুমি? তার আর কথা? তুমি আজও পাগল, কাল্‌ও পাগল, দশ দিন পরেও পাগল; আমার কাছে তুমি চিরকালই পাগল।

সরো। তুমিইত আমায় পাগল করেছ। তা আবার মুখ ফেড়ে বল্‌ছো কেমনকরে?

চারু। (উচ্চ হাস্যে) বাহবা, এই যে, সরোজের মুখ ফুটেছে। আজ আমি সকল্‌কে বলে দেবো।

সরো। তা বেশ্। কেন, আমিত আর বোবা নই।
(অধোমুখে) নেও, এখন তুমি খাও।

চারু। আমি একা খাবো ?

সরো। আবার কে খেতে আস্‌বে ?

চারু। কেন, তুমি। (সরোজিনীর হস্তধারণ করিয়া) এসো।

সরো। ছি, তুমিও পাগল হলে নাকি ?

চারু। এসো, আমার কাছে আবার লজ্জা কেন ?

সরো। তা হলে কি হয়। তুমি খাও আমি বসে দেখি।

চারু। তাতে তোমার পেট পুরবে ?

সরো। পুরবে।

চারু। তবে তুমি বসে দেখ। (ভোজন ও তৎপরে তাম্বুল চর্ব্বণ,) ।

সরো। সুরেন বাবু কি বল্লেন ?

চারু। (সহাস্যে) কত কথা বল্লেন।

সরো। বলো না, কি বল্লেন ?

চারু। কত দিনের সকল কথা কি আমার মনে আছে ? তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌বে, জান্‌লে নয় লিখে আন্‌তেম।

সরো। (বাম হস্তে চারুর গলদেশ বেষ্টন ও দক্ষিণ হস্তে সোহাগ ভরে ঈষৎ গাল টিপিয়া সহাস্যে) আ-হা-হা, আমি যেন সকল কথারই হিসেব চাচ্ছি—কত রঙ্গই জানো !

চারু। (সহাস্যে) তবে, কোন কথাটির হিসেব চাচ্ছ?

সরো। (মৃদুস্বরে) ঠাকুরঝির কথার,—

চারু। দেখ, সরোজ আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে।

সরো। বেশ্‌ত, ঘুমোবে আগে বল।

চারু। (মস্তকধারণ পূর্ব্বক) উঃ রোদে আস্‌তে মাথাটা এমন ধরেছে ; আর বল্‌তে পাচ্ছিনে।

সরো। (সহাস্যে) আমি তার ওষুধ দেব এখন।

চারু। ডাক্তারিটেও হাত করেছ নাকি? দেখ সরোজ! গঙ্গার উপরে কেমন পুল করেছে, তা কিছু তুমি দেখনি; তার উপর দিয়ে কত গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে, একটু টলছেও না।

সরো। তা, বেশ হয়েছে। তুমি কি আমায়, ছেলে ভুলুচ্ছো নাকি? (হস্তধারণ পূর্ব্বক) বলো, শীঘ্র বলো।

চারু। কি, বল্‌বো?

সরো। বিয়ের কি হলো?

চারু। (বিমর্ষ ভাবে) সুরেন বিয়ে কত্তে চায় না।

সরো। (বিমর্ষ) কেন?

চারু। (সহাস্যে) তা আমি কেমন করে, জান্‌বো।

সরো। (ঈষৎ হাস্যে) তুমি বড় খারাপ।

চারু। সব ঠিক্ হয়ে গেছে।

সরো। (ঈষৎহাস্যে) সত্যি?

চারু। সত্যি।

সরো। কবে হবে?

চাক। এই ভেইশে।

সরো। আর কদিন আছে?

চাক। ছদিন, এর মধ্যে সব যোগাড় কত্তে পারবেত? আর বেশী কিছু কত্তেও হবে না, তাদের সঙ্গে, খুব অল্প লোক আস্‌বে।

সরো। তা হোক্। (উঠিয়) তুমি একটু বসো, আমি এখনি আস্‌ছি।

চাক। (সহাস্যে) কেন? কোথায় যাবে? আর বুঝি দেরি সইল না।

সরো। (সহাস্যে) এমন সুসংবাদ দিতে কি দেরি কত্তে আছে?

চাক। আচ্ছা যাও, আমিও একবার বৈঠকখানা থেকে আসি। [উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুরবালার পড়িবার ঘর।

সুরবালা উপবিষ্টা।

সুর। (স্বগত) মনে যে আশা স্বপ্নেও উদয় হয় না, তা যে কখন সফল হবে, এ নিতান্ত অসম্ভব। তিনি

স্বীকার কল্লেও, বাবা কখন এ বিয়েতে সম্মত হবেন্ না। দাদা, কি কর্‌বেন? বাবার অমতেত কিছু কত্তে পার্‌বেন না। যদি গোপনে বিয়ে দেন, তা হলে সুখী হওয়া দূরে থাক্, বরং চিরকাল মনকষ্টেই থাক্‌তে হবে, বাবা আমাকে এত ভাল বাসেন, এত আদর করেন, বিয়ে হলেত আর নিকটে আস্‌তে দেবেন না,—বা বলেওআদর কর্‌বেন না; আর আমিই বা কেমন করে তাঁর কাছে মুখ দেখাবো। হায়, তবে কি আমার আশা সফল হবে না! আমার হৃদয়-রঞ্জন, প্রাণেশ্বরের মনোমোহন মূর্ত্তি দেখে,—মধুমাখা কথা শুনে, তাঁর চরণ-কমল হৃদয়ে ধরে, তাপিত প্রাণ শীতল কত্তে পার্‌বো না? জীবনের প্রথমেই, সুরবালার ইহকালের সমস্ত সুখে বিসর্জ্জন দিতে হলো! হা বিধাত! তোমার মনে এই ছিল!

(পশ্চাতে সরোজিনীর প্রবেশ)

× রাগিণী ঝিঝিট—তাল মধ্যমান।

প্রাণ যায়, ভাবনায়, কে এনে দিবে আমায়,
যে ধনের কাঙ্গালী মন, কেমনে পাইব তায়।
দারুণ পিতারি পণ, অভাগীর আশা বুঝি, নিশার স্বপন,
গুমরিয়ে গুমরিয়ে, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়।

(নীতাম্বে বিরলে রোদন)

সরো। (স্বগত) আহা, সুরবালার কাতরোক্তি শুনে বুক ফেটে যায়। একে ছেলে মানুষ, তার আবার প্রেমের

কাঁদ কিনা; বিয়ের দিকে কতই ভাব্‌ছে, আর যাতনায় দগ্ধ হচ্ছে। দিন রাৎ ভেবে ভেবে, এমন যে সোণার মত রং, একেবারে কালি হয়ে উঠেছে। যাই বিয়ের কথাটা বলি গিয়ে, শুন্‌লে তবু খানিক স্থির হবে। (নিকটে গিয়া সুরবালার হস্তধারণ পূর্ব্বক) সুরবালা, আমার প্রাণের সুর, (চিবুকধারণ করিয়া) এ কি? চক্ষের জলে যে বুক ভেসে যাচ্ছে। কি হয়েছে? কাঁদ্‌ছো কেন?

সুর। (কম্পিত স্বরে) সরোজ! চিরদিন কাঁদ্‌বের জন্যেই, বিধাতা আমাকে সৃজন করেছেন; যতদিন বাঁচ্‌বো, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই দিন যাবে।

সরো। (বামহস্তে সুরবালাকে বেষ্টন করিয়া) আজ শুভ দিন, সুরেশ বাবুর সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, শুনে কোথায় মনের ভার কমাবে, তা না হয়ে, এখন কাঁদ্‌তে বস্‌লে? আর কাঁদো কেন? এই কটি দিন গেলেই, তোমার জীবিতেশ্বর এসে, সকল দুঃখ মোচন কর্‌বেন।

সুর। সরোজ! তুমিও কি আজ দয়া পেলে? দিন্ রাৎ যে জ্বালায় জ্বল্‌ছি, তাতে আবার "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" কেন?

সরো। (দুঃখিত ভাবে) সুরবালা, আমি কি তোমার মনে ভাবনা কষ্টে এলেম, মনে কচ্ছো? তোমার বাবা যে ফিরে এসেছেন তা জানো?

সুর। (মুখনত করিয়া) কখন এ-লে-ন?

সরো। এই মাত্র।

সুর। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তাতে কি হবে বলো?

সরো। (সুরবালার চিবুক ধারণ করিয়া সহাস্যে গীত।)

রাগিণী বসন্তবাহার—তাল জৎ।

(তাতে) শীতান্তে বসন্তবাতে, হাস্‌বে ফুল্ল নলিনী,
সৌরভে ভাসাবে দিক, ওলো চারু হাসিনী।
(তখন) ভ্রমর সাধিবে আসি, সোহাগে যাইবে ভাসি,
অলিসহ অলিপ্রাণা, হবে চির সুখিনী।

সুর। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তোর রঙ্গ দেখে, হাসি পায়।

সরো। (সহাস্যে) তা পাবেইত, এখন হাসির সময় হয়েছে কিনা।

সুর। (সরোজিনীর গলা ধরিয়া) সত্যি, সরোজ! বল্‌না, দাদা কি বল্লেন?

সরো। বল্লেন তোমার বিয়ের কথা, আর কি?

সুর। সকল কথায় তোমার তামাসা।

সরো। (সহাস্যে) তামাসা—বটে? মন ওদিকে আহ্লাদে নেচে উঠ্‌ছে, সুরেন বাবুর সঙ্গে, তোমার বিয়ে বুঝ্‌লে ত? আজ মাসের ষোলই এই তেইশে

বিয়ে হবে, তোমার দাদা আমাকে সমস্ত গোচ্‌গাচ্‌ কচ্চে বল্লেন, এখন বিশ্বাস হলো কি?

সুর। (অবনত মস্তকে) বাবা, বাড়ীতে আস্‌বেন ত?

সরো। না, তিনিত আর বিয়ের কথা জানেন না।

সুর। তুমি দাদাকে বলো, আমার বিয়েতে কায নেই।

সরো। কেন? তোর আবার কি হলো?

সুর। এ বিয়ে হলে বাবা, আমাদের মুখ দেখ্‌বেন না।

সরো। সুরবালা! তিনি প্রথমে রাগ কর্‌বেন সত্য, কিন্তু সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা, ত্যাগ কত্তে পার্‌বেন না। আরও বিয়ে না হলে, কর্ত্তার একটি ভয়ানক বিপদ ঘট্‌তে পারে; তিনি যে জাল করে সুরেন বাবুদের সর্ব্বস্ব নিয়েছেন, তা তারা অনায়াসে প্রমাণ করে দিতে পারে, আরও কত দোষের কথা খুঁজে বার্ করেছে, এ সকলে তাঁর জীবনের প্রতিও আমাদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। বিয়ে হলে, সে সকল হচ্ছে না, অথচ তোমরা চিরকাল সুখে কাটাতে পার্‌বে।

(ঝির প্রবেশ।)

ঝি। হাঁ গা, তোমরা কেমন মেয়ে গা? এখানে দুটিতে গলা ধরাধরি করে বসে আছো, দাদা বাবু যে ডাক্‌ছেন, শুনতে পাও না বুঝি?

সরো। না—তুই তাঁকে বল্‌গে যা।

ঝি। তা পাবে কেন? এখন হাতে পেয়েছো কিনা; দুদিন কল্‌কাতায় ছিলেন, তখন যে একেবারে আঁধার দেখেছিলে, ঐ যে কথায় বলে,

কোথায় গেলো বঁধু আমার,
সে বিনে দেখি, সবই আঁধার।

সরো। (সহাস্যে) দুর্।

ঝি। কেন, এখন দুর কেন? মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে বলে বুঝি?

সরো। (সহাস্যে) ও কি, ঠাকুরঝির যে বিয়ে।

ঝি। (সহাস্যে) ওমা, তাতো শুনিনি, কবে গো?

সরো। আর দুদিন আছে।

ঝি। (সহাস্যে) সত্যি নাকি? তবে আমি হুলু দেই। (হুলুধ্বনি) তোমরা এসগো, আমি তাঁকে বসিয়ে রেখে এসেছি। [প্রস্থান।

সরো। আমাদের ঝি কিন্তু বেশ্ আমুদে।

সুর। ওর মুখের কাছে, কেউ দাঁড়াতে পারে না; কথা কয়, যেন খই ফুটতে থাকে।

সরো। চলো, ভাই, আবার তিনি বসে আছেন।

সুর। আমি যাব কি কত্তে?

সরো। বাঃ, তোমাকেইত ডাক্‌ছেন।

সুর। কেন?

সরো। (সহাস্যে) বিয়ের কথা বল্‌বেন বুঝি?

সুর। দূর—

[সুরবালার হস্তধারণ পূর্ব্বক সরোজিনীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শান্তিপুর, অঘোর বাবুর বাসাবাটী।

তামাক খাইতে খাইতে বেগে অঘোর বাবুর প্রবেশ।

অঘো। এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমার অজ্ঞাতসারে বিয়ে, আবার আমার শত্রুর সঙ্গে। যাই আগে বাড়ীতে, দেখ্‌বো সব, কেমন বিয়ে দেওয়া। নচ্ছার, পাজী ছোঁড়াটাকে আগে টুক্‌রো, টুক্‌রো করে কাটবো, তবে জল গ্রহণ কর্‌বো; তার পর সব গুলোকে তাড়িয়ে, ঘরে আগুণ দিয়ে, একদিকে চলে যাব। বাড়ী থেকে আস্‌বার দিন, এই জন্যে বুঝি এত অনুরোধ হচ্ছিল। (ব্যাঙ্গস্বরে) আমার ভুবের গোপাল ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন, সে বেটা তাঁদের রক্ষে করেছে, সেই জন্যে বাছা আমার, নিজের বোন্‌কে দিতে যাচ্ছেন। এমন

ছেলে বিষ খাইয়ে মাত্তে হয়। উনি লেখা পড়া শিখে-ছেন, এঁলে পাশ করেছেন—ওর গুষ্টির মাথা করেছে। লক্ষীছাড়া ভূত, বুড়ো হয়ে মত্তে গেলো, এখনও একটু জ্ঞান হলো না! আমার ভায়া বলেন, চারু—ও আমাদের বংশ উজ্জ্বল করবে, ওরে আমার কুল প্রদীপরে, বোনকে দিয়ে কুল উজ্জ্বল কচ্ছেন,—বাতি দিচ্ছেন।

(রামার প্রবেশ।)

অঘো। কিরে বেটা? এখানে এসেছিস্ কেন? চুপ করে রইলি যে?

রামা। আজ্ঞে, আপনাকে ডাকৃতে এসেছি।

অঘো। কেন? সব জিনিস গাড়ীতে তুলেছিস্? বল্—শীগ্গির বল্।

রামা। আজ্ঞে সব ঠিক হয়েছে, এখন আপনি উঠ্‌লেই হয়।

অঘো। আচ্ছা আমি যাচ্ছি, তুই তামাক সেজে নে আয়—জল্‌দি যাও শালা।

রামা। (কলিকা লইয়া) এই যে, আন্‌ছি, (জনা-ন্তিকে) শালার মুখের কথা বেরুতে দেরি সয় না, কোন্ বেটা এমন করে কায কত্তে পারে? কথায় কথায় শালা, আর বুড়ো। উঃ আমার বাপ মা যেন মাথা বিকিয়ে পেয়েছে।

অঘো। এখনও দাঁড়িয়ে আছিস্? বক্‌ছিস্ কি?

রামা। এই যে যাচ্ছি। [প্রস্থান।

অঘো। উঁ—রাগে যেন গা টা জ্বলে উঠ্‌ছে। ভাগ্যিস্, ভদ্দোর লোকের ছেলে এসেছিল, আর খবরটা দিলে, নইলেত দফা রফা করেছিল। চেয়ো! বাড়ীতে গিয়ে, তোর হাড় চুরিয়ে ছাড়্‌বো। এমন ছেলেতে আমার কায নেই; ও ছেলে থাকার চেয়ে নির্ব্বংশ হয়ে থাকা ভাল। (রামার কলিকা দিয়া প্রস্থান, ও অঘোর বাবুর ধুম পান।)

অঘো। ছেলেটি এসেছিল, অতি ভদ্র; আমি ওর কথায় বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। ও হঠাৎ এসে না পলে, কি সর্ব্বনাশ হয়ে যেত! আমাকে দেখে কিনা জিজ্ঞাসা কল্লে, "আপনার মেয়ের বিয়ে জেইশে, এখনও যে এখানে রয়েছেন?" আমিত শুনে অবাক্,—চেয়োর মনে এত কারসাজি, তা ত বুঝ্‌তে পারিনি। বোনের বিয়ে দেবেন, তারি আমোদ হচ্ছে; এ বেটা বাড়ীতে না, এমন সুবিধেত আর ঘট্‌বে না। নলিত, রামলাল মুখু্‌জ্যের সঙ্গে বিয়ের কথা উল্লেখ করে গেছে; আমি বাড়ীতে গিয়েই তার সঙ্গে বিয়ে দেব—কা'রও কথা শুন্‌বো না। আর সে ছেলেও কিছু মন্দ না, কুলীনের ছেলে, আবার তাতে বিলক্ষণ অর্থ আছে; এর চেয়ে আর উত্তম কি হতে পারে? লেখা পড়া ভাল শেখেনি, তাতে কি বয়ে গেল? এই যে আমার কুলপ্রদীপ লেখা পড়া শিখেছেন,

—আমার মাথা শিখেছে। চুলোয় যাক্ সব; থাক্ আর বিলম্ব করা হবে না। [প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অঘোর বাবুর অন্তঃপুর, সুরবালার গৃহ।

সুরবালার প্রবেশ।

সুর। হায়, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলো। বাবা, বাড়ীতে এসেই, যাকে পাচ্ছেন—মাচ্ছেন, গাল্ দিচ্ছেন; আহা, দাদাকে এমন খড়মের বাড়িটে মেরেছেন, যে তাঁর কপাল দিয়ে রক্ত ফিন্‌কি ধরে বেরুচ্ছে; মার্ খেয়ে কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, তার পর কত জল ঢাল্‌তে, তবে জ্ঞান হলো। দাদাকে সে অবস্থায়, দেখেও, বাবার একটু দুঃখ হলো না। এঃ, এই হতভাগিনীর জন্যেই, এই সব ঘটনা হচ্ছে।

(বেগে সরোজের প্রবেশ।)

সরো। সুরবালা, সর্ব্বনাশ হলো, তুমি পালাও, —শীঘ্র পালাও।

সুর। সেকি সরোজ ? আমাকে পালাতে বল্‌চো কেন ?

সরো। কর্ত্তা তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—আহা, ঝিকে এমন মারুটে মেরেছেন। (সুরবালার হাত ধরিয়া) তুমি এস ভাই, আবার মেরে ধরে বস্‌বেন।

সুর। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) বাবা, আমাকে মার্‌বেন—একেবারে মেরে ফেল্‌বেন্ ? ফেল্‌ত, তার জন্যে পালাবো কেন ?

নেপথ্যে।—কোথায় গেল সে ? আগে তার মাথাটা নিয়ে যাই।

সরো। তুমি এসো (হাত ধরিয়া) এসে পলেন যে।

সুর। (হস্ত ছাড়াইয়া) আমি যাবো না।

(একদিকে কাগজ কলম হস্তে অঘোর বাবুর বেগে প্রবেশ অন্য দিকে সরোজিনীর প্রস্থান।)

অঘো। আর যেতে হবে না, এই তোর যম এসেছে। (কাগজ দেখাইয়া) লেখ্ এই কাগজে, সহজে বলচি।

সুর। (অঘোর বাবুর পদতলে পড়িয়া সরোদনে) বাবা, আজ্ কেন এমন কচ্ছো ? তোমার উগ্রমূর্ত্তি দেখে যে, আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌চে।

অঘো। (পা ছাড়াইয়া) দেখ—বল্‌ছি এখনো, হা-রা ম জাদী, আমার সঙ্গে কারসাজী?—যেমন তেমন বাপ পেয়েছিস্ বটে?

সুর। (সরোদনে) কেন বাবা, কি দোষে আজ এমন করে বল্‌ছো।—তোমার কথা———

অঘো। চুপরও হারামজাদী। (ব্যাঙ্গস্বরে) কিঁ দোঁষে, ওঁকে বঁল্‌ছে—উনি যেন কিছুই জানেন না, একেবারে হাবা হয়ে বস্‌লেন। কি দোষ? (পদাঘাত পূর্ব্বক) সুরেনকে ভালবাসা, গুপ্ত,—গুপ্ত,—(পুনরায় পদাঘাত) আমার কুলে কলঙ্ক! এ জ্বালা কি সহ্য হয়? দেখ্—এখনও বল্‌ছি।

সুর। (অধিকতর রোদনের সহিত) হা পরমেশ্বর, তোমার মনে এই ছিল? পিতার মুখে এই কথা? আমার মাথায় কেন বজ্রাঘাত হলো না, তা হলে এর চেয়ে অধিক কষ্ট হতো না; এমন নিদারুণ কথা, বাবার মুখ থেকে শুন্‌বের পূর্ব্বে, যদি সহস্র যাতনা পেয়েও আমার মৃত্যু হতো, তা হলেও সুখী হতেম। (অঘোরের প্রতি) বাবা, তুমি কি আজ্ উন্মত্ত হয়ে, সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা পর্যান্ত ভুলে গিয়েছ? তোমার কন্যার প্রতি কি এই যোগ্য ব্যবহার? (করযোড়ে) বাবা, ক্ষমা করো, আর আমি তোমার এ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পারিনে; একবার সেই পুর্ব্বের মত মা বলে, আদর করো—শুনে আমার সকল

যাতনা নিবারণ হবে; অল্প বয়সে, মা মরে গিয়েছেন, আমরা তোমা বই, আর কাকেও জানিনে। তুমি সামান্য রাগ করলেও যে বড় কষ্ট হয়, তা কি বুঝ্তে পার না? আর অমন চোক রাঙ্গিয়ে আমার দিকে চেয়ো না।

অঘো। (স্বগত) আঃ, কি জ্বালায় পলেম্; মেয়েটার কান্না দেখে, যে আমার চখের জল রাখা ভার হলো দেখ্ছি। না—ওসব শুন্লে, এখন চল্বে না। (প্রকাশ্যে) তুই এখন প্যানপ্যানানি রেখে দে, আর যা বলি—এই কাগজ খানায় লেখ্।

সুর। (কাগজ কলম গ্রহণ করিয়া) বলুন, কি লিখ্তে হবে?

অঘো। লেখ্, "শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়" ঠিক, চুপ করে বসে থাক্লি যে?

সুর। (লিখন) এই লিখেছি।

অঘো। আচ্ছা, তার পর লেখ্, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি না।

সুর। (অধোমুখে অবস্থিতি)

অঘো। বটে লক্ষ্মীছাড়ি, ঐ কথাটা লিখ্তে বড় বাধ্লো বুঝি? ও—সহজে হওয়ার না, (সুরবালার হাত ধরিয়া) এমনি করে লেঁখো—লেখ্, "তো", তয়, ওকার "তো" "ম" তাতে আকার—

সুর। (গম্ভীর ভাবে) আমার হাত ছেড়ে দিন, যা বলবেন—আমি লিখে দিচ্ছি।

অঘো।—হাঁ; এখন পথে এসো; লেখ, যে তোমাকে বিবাহ কত্তে আমার—অর্থাৎ তোর, ইচ্ছা নাই।

(লিখনান্তে, সুরবালার লিপি প্রদান ও তাহা লইয়া অঘোর বাবুর প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশ)

অঘো। না, তুই এখানে থাকতে পারিবে; ওঠ, আমার সঙ্গে উপরে আয়; তোকে সেই খানে বন্ধ থাকতে হবে।

(সুরবালার হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান, ও কিয়ৎপরে অঘোর বাবুর পুনঃ প্রবেশ)

অঘো। আমার মেয়ের বিয়ে,—আমার ইচ্ছা না থাকলে, দেয় কার সাধ্য! তা হলে কি হয়—সকল দিক বেঁধে কায করা ভাল। জানি কি? যদিই মোকদ্দমা কর্‌বার ইচ্ছা, তাদের না থাকে। এই চিঠি পেলে বিয়ের নামও করবে না, অথচ আমার দোষ মনে কত্তে পারবে না। কল কালই রামলালের সঙ্গে বিয়েটা দিতে হচ্ছে; আর রাখা না, "শুভস্য শীঘ্রং" আমার কে কি করে বলবে, আমার ত চারিদিকে শত্রু। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রামলালের বৈঠকখানা।

রামলালের প্রবেশ।

রাম।—হা-হা-হা, কি মজাটাই হয়েছে। বাবা, একি ছেলের হাতের মোয়া; মানুষটো কে? ললিত, কিন্তু আচ্ছা কাজের লোক বাবা—আমি যেমনটি বলে দিয়েছিলেম, ও সে গুলি সাজিয়ে এমনি খুলেছে, যে একে বারে কিস্তি মাৎ; বাবা চরটা কার? (সহাস্যে) সুরেন বড় ঠকে গেছে; মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া—সাধারণ কথা! হা-হা-হা বাবা এসব পরমেশ্বরি গজব[২] দুঃখ করে আর কি হবে বল; (কপালে হাত দিয়া) বলি, এখানে না থাকলেও আর ঘটনা হয় না। (কিয়ৎক্ষণ পরিক্রমণ পূর্ব্বক সহাস্যে) আঃ, এই কটা দিন গেলে, একবার আচ্ছা মজাটা লোটা যাবে—তখন আর আমাকে পায় কে? রাজা নবকেষ্টই বা কোথায় লাগে। (শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) রাস্তায় এমন বিশ্রী ধুলো হয়েছে—বৈকালে একটু বেড়াতে গিয়ে, রংটা যেজায় ময়লা হয়ে গেছে; কাল্ অবধি একটু সাবান মাখ্তে হবে। (আরশির নিকটে গিয়া) না, দেখ্তে আমি মন্দই বা কি?

গুলি টেনে চোক্ দুটো একটু বসে পড়েছে, হাত পা গুলোও কিছু সরু হয়েছে, আর পেট্‌টা কিছু মোটা হয়েছে—এসব বড়মানুষেরই হয়ে থাকে; যাই হোক্, তা বলে কিছু বেমানান দেখাচ্ছে না; আর নেও বাবা, এই রূপেতেই কত সুন্দরী, ভুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, তখন আর এটাকে ভোলাতে পার্‌বো না? (সহাস্যে) তাই বা কেন? ঘরের মাগ—ভুলুক আর নাই ভুলুক, আমারই; একবার হাতে পেলে দেখি। আঃ, এমন সময় ললিত ছোঁড়াটা কোথায়ও গেলো। (কিয়ৎ ক্ষণ পরিক্রমণ পূর্ব্বক সহাস্যে) আহা, বিয়ের দিনে, যা যা হবে, সে সব যেন আমি দেখতে পাচ্ছি; সেই মহা আড়ম্বরে বিয়ের যাত্রা,—সেই বরযাত্র—সেই বিয়ের সভা, —সম্প্রদান,—হা,-হা,-হা,—আবার বাসর—সুখের বাসর, প্রাণেশ্বরী আমার পাশে বসে, আর আশে পাশে ছোট বড়, বুড়ো যুবো কত রং বেরঙের মেয়ে মানুষ, (সহাস্যে) আঃ যেন জগন্নাথ ক্ষেত্র;—তার পর যে কত মজা, হা-হা হা, তা আর বল্‌তে পারিনে। (সহাস্যবদনে পরিক্রমণ) সেদিন বেশী মদ খাওয়া হবে না,—বেহুঁস হয়ে পলে, মজা লুটবে কে? এক আধ গ্লাসেই বস্। (কিয়ৎক্ষণ পরিক্রমণ পূর্ব্বক সহাস্যে) সুন্দরি ভাবনা কি? "তোমায় রাখ্‌বো হৃদয়ের মাঝে, ওলো নবিনে।" এই যে অমরাবতীতুল্য ঘর বাড়ী, অতুল ঐশ্বর্য্য, দাস দাসী,—

সকলই তোমার সেবার জন্যে নিযুক্ত থাক্‌বে, আমি স্বয়ং তোমার পায়ের তলে পড়ে থাক্‌বো; আমিত আমি, স্বয়ং মহাদেবই মেগের পায়ের তলে, বুক পেতে দিয়েছেন—বাবা, আৎকে কি? মেয়ে—মানুষ, যে চিন্‌তে পেরেছে, সেই কিছু মাহাত্ম্য বুঝেছে। (পরিক্রমণানন্তর) প্রিয়ে, তোমাকে দেখে আমি পাগল হয়েছি। তুমি আমায় যা বল্‌বে, তাই-ই কর্‌বো। ব্রাহ্মসভায় যেতে বল, তাতেই স্বীকার—তবে মদ আর মেয়েমানুষ? তা তোমাকে পেলে শেষেরটার আর দরকার কি? তবে যদি কোথাও একটু আমোদ কত্তে গেলেম, কি একটু আধটু মদ খেলেম, তাতে আর দোষ কি? এক অধমতারণ ব্রাহ্ম নামে, সে সবই কেটে যাবে। রামমোহন রায় বেটা ভারি চালাক ছিল, কি হজ্‌মিগুলিই বার্ করেছে, এক নামেই বস্। মহাত্ম্য সে তখন দেখা যাবে। (পরিক্রমণ ও বিকৃত স্বরে গীত)

"বিধিভব, পরাভব, তব ভাবে শ্যামধন,
গোকুলে, গোপকুলে, কতমায়া প্রকাশিলে,
রাধার ভাবেতে এখন, শ্রীরাধা রঞ্জন।
বিধিভব পরাভব,"——

নেপথ্যে। আহা—বেশ্।

রায়। কেরে? (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টি করিয়া) আরে, ললিত যে, তোর জন্যে আমার প্রাণটা এতক্ষণ ছট্‌ফট করছিল।

(ললিত মোহনের প্রবেশ)

ললি। তা আর কয়বে না, কত বড় কাযটা কাঁদি দিয়ে হাত কল্লে, বাবা ? ওসব কথা থাক্—দক্ষিণা কৈ ?

রাম। (সহাস্যে) হুঁ, হুঁ, তা হবে বই কি।

ললি। (মাথা নাড়িয়া) হুঁ, হুঁ, না বাবা, কাযের কথা বলো, শুনেও প্রাণটা কতক শীতল হবে।

(বিনোদের প্রবেশ।)

বিনো। ভাল সময়ত এসে পড়েছি। বেশ্ বাবা! অধীন পায়ের তলায় পড়ে আছে, একবার খপরটাও দিতে নাই ?

রাম ও ললিত। এই যে তোকে ডাক্‌তে পাঠাচ্ছিলেম।

বিনো। নেও বাবা, আর ভদ্রতায় কায নাই—অনেক হয়েছে; এখন তোমরা যে খালি খালি বসে রয়েছ ? যন্ত্র কই ?

ললি। সবুরে মেওয়া ফলে।

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে) হরে—এ।

(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই।

(হরির প্রবেশ।)

রাম। যা, যা কত্তে বলেছিলেম, সব হয়েছে ?

হরি। হয়েছে।

রাম। যাও, আলমারি থেকে, একটা ব্রাণ্ডি, আর সে গুলো নে আয়। [হরির প্রস্থান।

বিনো। তবলা জোড়াটা দাওত ; আজ ভাল করে আসর সরগরম করতে হবে।

রাম। না, আজ বাড়ীতে অনেক লোক আসছে, এখন একটু ভদ্র হয়ে চল্‌তে হবে।

বিনো। কেন ?

রাম। ওরে, আমার যে বিয়ে।

বিনো। হড়ি কল্যানীর সঙ্গে নাকি ?

ললি। ছিঃ বিনোদ, তুই একেবারে বয়ে গিছিস্ ? শুভকর্ম্মে কি ওকথা বল্‌তে হয় ?

(হরির প্রবেশ এবং বোতল প্রভৃতি রাখিয়া প্রস্থান)

রাম। ওসব কথা এখন থাক্ ; (বোতলের মুখ খুলিয়া) দেবীর সাম্‌নে, কি বাজে কথা কইতে আছে ? (গ্লাসে ঢালিয়া) খাও ললিত।

ললি। তুমিই সুরু কর, তোমার বিয়ে।

রাম। তা হলে কি হয়, আমি যে বাড়ীর লোক।

বিনো। তোমাদের কারও খেয়ে কাষ নাই, দাও আমিই সুরু করি। (গ্লাস লইয়া মদ্যপান) আচ্ছা রামলাল, কোন্ হতভাগা তোকে মেয়ে দেবে ?

(ললিত মোহনের মদ্যপান।)

রাম। হাঁ-হাঁ, বাবা চালাকি না ; অঘোর বাবুর জুরবালা। বিলক্ষণ তোরাই বুঝি কেবল খাবি ? (রাম-লালের মদ্যপান)

বিনো। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, সেকি? তবে সে দিন যে চাক বল্লে, সুরেনের সঙ্গে বিয়ের ঠিক হয়েছে।

ললি। (সহাস্যে) হয়েছিল, কিন্তু শর্ম্মার গুণে, সে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে পড়েছে। (সকলের মদ্যপান)

রাম। বিনোদ, আমাকে তোদের সমাজে নে যাবি?

ললি। তোকেও ভুতে পেয়েছে নাকি?

বিনো। কেন, ঘোষজ, এ বিষয়ে আমি কারও উৎসাহ ভঙ্গ কত্তে চাইনে। রামলাল তুমি কাল্ আমার সঙ্গে যেতে পার।

ললি। ব্রাহ্মসমাজের বুঝি অবারিত দ্বার? (মদ্যপান)

বিনো। অবশ্য অবারিত; যেখানে ঈশ্বরোপাসনাই উদ্দেশ্য, সেখানে কারও যেতে বাধা থাক্‌বে কেন? তা হলে জঘন্য পৌত্তলিকতায়, আর আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে, প্রভেদ কি? (মদ্যপান)

রাম। বিনোদ, তুই ভাই ওর কথা শুনিস্ নে, আমি নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম হবো, এখন নিয়ম গুলো আমাকে বল্ দেখি।

বিনো। আচ্ছা শোনো বল্‌ছি। তুমি নিয়ম শুন্‌তে চাও না কার্য্য শুন্‌তে চাও?

রাম। আচ্ছা, দুই-ই বল।

বিনো। চুরি করাকে আমরা পাপ বলি, অথচ চুরি ভিন্ন, দিনকাল যায় না, তবে কেউ ধত্তে পারে না এই আর;

আর যদিই একান্ত ধরে, তখন অনুতাপ কল্লেই সব কেটে যাবে। আর আমরা স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী, সুতরাং স্বাধীনতার প্রভাবে, আমাদের স্ত্রীরা, পরস্ত্রী কি নিজের স্ত্রী, তা তুমি ঠিক করে উঠতে পার না।

ললি। সে কি বাবা, তোমার আবার স্ত্রী কি? তুমি যে স্ত্রীহীন; মোটে বিয়ে হলো না তোর আবার স্ত্রী?

বিনো। আমার যা থাক্, "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।"

রাম। তবে আমার ব্রাহ্ম হওয়া হলো না।

বিনো। না, বাবা পেচিও না;—এতে মজা আছে। তবে কিনা, সকল কাযে একটু পলিশী চাই।

ললি। আচ্ছা, বাবা, তোমার মত কত জন ব্রাহ্ম আছে?

বিনো। শতকরা নিরেনব্বই জন।

ললি। ভাল, বাবা মদটার বিষয় তোমার ধর্ম্মে কি লেখে?

বিনো। মদ খাওয়াটা আমাদের ধর্ম্মে নিষেধ আছে তবে গোপনে খেলে কোন দোষ নাই। আর যদিও কেউ জানলে, তখন অস্বীকার কল্লেই চুকে গেল; কারণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মে, মিথ্যা কথায় পাপ হয়, সুতরাং ব্রাহ্ম কখন মিথ্যা বলতে পারে না।

ললি। (উচ্চহাস্যে) আমরা বেটারাই, কেবল ধরা পড়ে গেছি।

বিনো। আর মদ খাওয়াটা, যে অন্যায় না, তা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। মদে—মনের আঁধার ঘুচে যায়,—প্রত্যহ নব নব উৎসাহের সহিত আমাদের মন প্রফুল্ল হয়,—অন্তরে বীরত্বের আবির্ভাব হয়। আমাদের দুর্ব্বল বঙ্গ সমাজে, সুশিক্ষার সঙ্গে, দিন দিন স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী হচ্ছে, কিন্তু বলের সম্পূর্ণ অভাব; সুরা ব্যতীত সেই অভাব মোচন করার আর কোন উপায় নাই।

রাম ও ললিত। বেশ্ বাবা, বেশ্ (সকলের মদ্যপান)

বিনো। বাস্তবিক আমি মদ খেলে, বেশ্ বক্তৃতা কত্তে পারি।

ললি। আচ্ছা বাবা, তোমার বক্তৃমা এখন তুলে রাখো, এ তোমার ব্রাহ্মসমাজ না। এখন আমি, মধুর স্বরে, এবং-এবং তাল-মান-লয়-বিশুদ্ধ একটি গান করে, সভাস্থ সকলের শ্রম সফল কত্তে ইচ্ছা করি।

বিনো। অতি সৎপ্রস্তাব। আমি তবে বাজাবো। (তবলা গ্রহণ)

রাম। (চিৎ হইয়া শয়ন)

ললি। গীত—— খেমটা।

ওগো মা সুরা,
আমরা তোমার তরে দিশে হারা;
যার্ যা ছিল ফুঁকে দিয়ে, তোমারি কারণ, (এখন)
এদিক সে দিক করে বেড়াই, ঘরে খাই মুড়ো খেংরা।

রাম। বেশ্ বাবা, বেশ্! আমি তবে আহ্লাদে নাচি। (উঠিয়া বিকৃত ভাবে নৃত্য ও পতন)

বিনো। ওকি বাবা "হস্তিনার সিংহাসনে, বসে দুর্য্যোধন, প্রহ্লাদ কহিল, দেব, ভীমের পতন।" এবার ভীম পড়েছে, ললিত ধর্, ওর বিয়ে দেই।

(রামলালকে তুলিয়া, হরিবোল দিতে দিতে উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অঘোর বাবুর অন্তঃপুর। কারাগার।

সুরবালা ও সরোজিনী আসীনা।

সুর। সরোজ! পৃথিবীর সকল সাধই আমার মিটেছে, তার জন্যে আর কষ্ট নাই, এখন কেবল একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, সেইটি পূরণ হলে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

সরো। (সুরবালার গলা ধরিয়া) সেটি কি, সুরবালা?

সুর। কোন উপায়ে, পৃথিবী থেকে অন্তর হওয়া।

সরো। (দুঃখিত ভাবে) বালাই, এমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?

সুর। (সরোজনে) না সরোজ, আর আমার পৃথিবীতে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। জগতে স্ত্রীলোকে কত প্রকারে সুখের আশা কত্তে পারে, আমার তা কিছুই নাই। অল্প বয়সে মা মরে গিয়েছেন, সেই সঙ্গে আমার এই জীবনের সমস্ত সুখও চলে গিয়েছে। যদি মা বেঁচে থাকতেন, তা হলে কি বাবা আমার প্রতি এত নিষ্ঠুর ব্যবহার কত্তে পাত্তেন? সরোজ, জানত বাবা আমাকে কত ভাল বাস্‌তেন—আমার সামান্য অসুখে কত কষ্ট বোধ কত্তেন, আর আজ কিনা নিতান্ত পরের মত ব্যবহার কল্লেন; কতক গুলো অবাক্ত কথা বল্‌তে একটু কষ্ট, কি লজ্জা বোধ কল্লেন না—আর তার পরে এই অসহ্য কারাযন্ত্রণা!! বাবার এরূপ আচরণে আমি বড় কষ্ট পেয়েছি। বল্‌তে কি সরোজ, বাবার অজ্ঞাতে আমার বিয়ে হলে, তিনি বড় কষ্ট পাবেন,—আমার উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হবেন বলে, আমি আমার জীবনের সমস্ত সুখে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেম,—জীবিতেশ্বরের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছিলেম, তাতেও বোধ হয় এত কষ্ট হতো না। যাঁর মুখে 'মা' ভিন্ন কথা ছিল না, তাঁর আজ এই ব্যবহার!! সেই অবধি, আমার জীবনের মায়া একেবারে দূর হয়ে গেছে।

সরো। (দুঃখিত ভাবে) কি কর্‌বে ভাই? কর্ত্তা যে একেবারে মায়া দয়ায় বিসর্জ্জন দেবেন,—একন সোণার

লক্ষ্মীকে অকূল সাগরে ভাসাবেন, এ স্বপ্নেও ভাবতে পারা যায় না।

সুর। আর ভাই অনর্থক তাঁর দোষ দিলে কি হবে; তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন; এত যে হচ্ছে, শুদ্ধ আমার অদৃষ্টের দোষে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) যাই হোক্, আর আমার কিছুতেই দুঃখ নাই; এখন মরণটা হলে, একেবারে সকল যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) সরোজ, তুমি এখানে এসেছো—বাবা জানেন কি?

সরো। তিনি জান্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌তো?

সুর। তবে তুমি কেমন করে এসেছ? চাবি কোথা পেলে?

সরো। কর্ত্তা তোমাকে বন্ধ করে, যেখানে চাবি রেখেছিলেন, ঝি চুপে চুপে তা দেখে এসে, আমায় বল্লে, তাকে দিয়েই সেই চাবি আনিয়ে ঘর খুলেছি।

সুর। (বিমর্ষ ভাবে) সেটি ভাই ভাল কায করনি; বাবা জান্‌লে, আবার কি একটা অনর্থ করে বস্‌বেন।

সরো। তা বলে কি কর্‌বো—যাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লে প্রাণ ব্যাকুল হয়, এতক্ষণের জন্যে তার অদর্শন কি করে, সহ্য করি, বল।

সুর। (সরোজের গলা ধরিয়া) কেন সরোজ, তুমি কি আমায় না দেখ্‌লে থাক্‌তে পার না?

সরো। (দুঃখিত ভাবে) তাতেও কি তোমার সন্দেহ আছে?

সুর। (ঈষৎ হাস্যে) ছিঃ একটা কথা বলেছি বলে কি, দুঃখ কত্তে হয়?—আচ্ছা সরোজ, আমি যদি মরি, তাহলে কি কর্‌বে?

সরো। সুরবালা! আর আমার যন্ত্রণা দিও না। পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে বাপ মার স্নেহে বঞ্চিত হয়েছি; তথাচ আত্মীয় স্বজনের গুণে উপযুক্ত ঘরেই পড়েছিলেম, কিন্তু আমার এমনিই কপাল, যে আস্‌তে না আস্‌তেই শাশুড়ী মরে গেলেন,—একেবারে চারিদিক আঁধার দেখ্‌লেম,—তখনও হৃদয়নাথের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারি নি, কেবল তোমার স্নেহের গুণে সে অন্ধকারও উত্তীর্ণ হয়েছিলেম,—তোমাকে পেয়ে, অনেক সুখে ছিলেম;—আশা ছিল, তোমাকে সুখী দেখে আরও কত সুখী হব,—কত আমোদ কর্‌বো, তা এ কপালে ঘটবে কেন? (নিঃশব্দে রোদন)

সুর। সরোজ কেঁদো না, কপালে যা আছে, তা হবেই হবে, (সরোজের চক্ষু মুছিয়া) দাদা, কোথায়? তিনি কি আমায় দেখ্‌তে আস্‌বেন না?

সরো। (কম্পিত স্বরে) তিনি আজ সমস্ত দিন বাড়ীর মধ্যে আসেন নি; ঝিকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেম,

সেও দেখা গেলে না, আর তিনি যে কোথায়, তা কেউ বল্‌তে পারে না। (রোদন)

সুর। সে কি? বিপদের উপর বিপদ? দাদা কোথায় গেলেন! সরোজ, দাদা কি তোমায় কিছু বলেন নি?

সরো। (সরোদনে) কিছুই না; কাল্‌ সমস্ত রাত্‌ ঘুমোন নি। সুরবালা, আমি কখন তাঁর মুখ, হাসিছাড়া দেখি নি; কাল্‌ তাঁর সেই ভাব দেখে, আমার মনে অসহ্য যাতনা হতে লাগ্‌ল। কত অনুনয় বিনয় কল্লেম—কত সাধ্‌লেম্‌—কত পায়ে ধরে কাঁদ্‌লেম, তিনি যেন তা শুন্‌তে পেলেন না। অনেক পরে কেবল একটি মাত্র কথা বল্লেন, বলেই চোক্‌ মুছ্‌তে মুছ্‌তে, চলে গেলেন; কত ডাক্‌লেম, —ফির্‌লেন না (রোদন)

সুর। (সরোজের চক্ষু মুছিয়া) কেঁদনা সরোজ। বলো দাদা কি বল্লেন?

সরো। (রোদন স্বরে) সে নিদারুণ কথা, কেমন করে তোমায় বল্‌বো সুরবালা। তোমার এই যাতনার উপর সে কথা শুন্‌লে, কি তুমি আর বাঁচবে?

সুর। তা হোক্‌, তুমি বল, আমার কপালে যা থাকে, তাই হবে।

সরো। (সরোদনে) বল্লেন, "সরোজ, সুরবালা রইল—তাকে দেখো; বাবা রামলালের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাঁর, আর সুরবালার আমায়

বিপদের আশঙ্কায় আমার মন বড় কাতর হয়েছে; যদি কিছু সুবিধা কত্তে পারি ভাল, নচেৎ এই পর্য্যন্ত"——
(অধিকতর রোদন)

সুর। আঁ্যা, দাদাও গেলেন! বাবা, স্নেহ মমতা ত্যাগ করেছেন—দাদা, তুমিও ফেলে গেলে। এ হতভাগিনীর মুখের দিকে চায়, এমন একজনও রইল না। হা, বিধাত. তোমার মনে এই ছিল? মাবুবে—একেবারে মেরে ফেল যে সকল যাতনার হাত থেকে পরিত্রাণ পাই,—এমন করে আর দগ্ধে মেরো না,—আর জ্বালা সয় না; ওহ! বাবা তুমি এখনও সুখী হতে পাল্লে না, এত করেও তোমার নির্দ্দয় ভাব দূর হলো না?—আবার বিয়ে? রামলালের সঙ্গে,—মূর্ত্তিমান পাপের সঙ্গে? তুমি আমার গলায় পা দিয়ে, মেরে ফেলো—আর যাতনা সয় না। বাবা! সন্তানের প্রতি তোমার এ শত্রুতা কেন? সুরবালা যাকে, একবার জীবন মন সমর্পণ করেছে, আর তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না—প্রাণান্তেও পারবে না।

সরো। তোমার দাদা যদি কোন উপায় কত্তে না পারেন, তাহলে কপালে যে কি আছে।

সুর। সরোজ, তুমি আমাকে প্রাণের সঙ্গে ভাল বাস। কিসে আমি সুখী হব, তুমি তারই ভাবনায় অস্থির, যখন যা বলেছি, তখনই তাই করেছ (সরোজের হস্তধারণ পূর্ব্বক) আজ একটি কথা রাখ, আমাকে খানিক বিষ

এনে দেও, আমি প্রাণেশ্বরের মূর্ত্তি ধ্যান কত্তে কত্তে এ পাপ পৃথিবী থেকে নিস্তার পাই।

সরো। (সুরবালার গলা ধরিয়া) প্রাণের সুরবালা, আর ও নিদারুণ কথা মুখে এনো না, আর আমি সহ্য কত্তে পারিনে। হায়! বিধাতা তোমার কপালে এত কষ্ট লিখেছিলেন, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

(ব্যস্তভাবে দাসীর প্রবেশ।)

ঝি।—(অস্ফুট স্বরে) ওগো বৌঠাকুরুণ, সর্ব্বনাশ হয়েছে। কর্ত্তা এসেছেন, তুমি শীগ্গির এসো।

সরো। উঃ কি কষ্ট! দুদণ্ড যে সুরবালার কাছে বসে প্রাণ শীতল কর্‌বো, তাতেও বাধা!!!

সুর। (সরোদনে) যাও ভাই, আবার কি হতে কি হয়ে বস্‌বে। সরোজ, আর আমার কেউ নাই (সরোজের কণ্ঠ বেষ্টন পূর্ব্বক বিদায়দান এবং সরোদনে সরোজের প্রস্থান)

ঝি। আহা, এমন সোণার মেয়ে, তার উপর কিনা এই জ্বালা যন্ত্রনা। ওর মুখ দেখে আমারই প্রাণ কেঁদে ওঠে।—তা, তুই বাপু, তোর কি একটু দয়া মায়া হয় না? বুড়োর ঘাড়ে যেন ভুত চেপেছে—মুয়ে আগুন। (প্রস্থান)

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা, বিজয় বাবুর বাটীর বারাণ্ডা।

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

যার তরে প্রাণ আমার, কাঁদিতেছে নিরন্তর,
সে নাহি ভাবে আমার, বিষভরা তার অন্তর।
কে বলে রমণী জাতি, অবলা সরল মতি,
তা হলে আমার প্রতি, হতে কি পারে নিষ্ঠুর।
অপরূপ মায়া বলে, আহা মরি কি কৌশলে,
হরিয়ে পুরুষ-প্রাণ, পরে হানে বিষ-শর।

(লিপি হস্তে সুরেনের প্রবেশ।)

সুরে। (লিপি পাঠান্তে দীর্ঘ নিশ্বাস) ওহ! সত্যই কি স্ত্রীজাতির অন্তর বিষের আধার! যাকে আমি এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করেছিলেম,—যাকে দেখবার জন্য, মন এত কাতর হচ্ছিল, তারই হাত থেকে এই লেখা বেরিয়েছে? ওহ! কি আশ্চর্য্য প্রতারণা! মায়াবিনী—পিশাচী মায়াবলে আমার মন-প্রাণ হরণ করে, এখন আবার বিষবাণে,

তারই রংলে প্রবৃত্ত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! কবিরা এমন
ব্যক্তিকে, সরলতার প্রতিমা বলে বর্ণনা করেন,—আমি ত
তার কিছুই দেখ্‌তে পাইনে। উঃ, কি পরিতাপ! কোথায়
সুরবালার প্রেমময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করে, প্রাণ শীতল
কর্‌বো, তা দূরে যাক্, এখন তাকেই আবার মায়াবিনী
বোধে ঘৃণা কত্তে হলো? (পুনরায় পত্র দেখিয়া) না,
এ সুরবালার লেখা না, সে হাত থেকে এরূপ নিদারুণ
কথা বার্ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তার সরল হৃদয়ে
এমন নিষ্ঠুর ভাবের উদয় হতে পারে না। নিশ্চয়ই
কোন দুষ্ট লোকে, নিজের দুরভিসন্ধি পূর্ণ কর্‌বের
ইচ্ছায়, এই চিঠি পাঠিয়েছে। সুরবালা, আমার হৃদয়া-
কাশের নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা,—আমার জীবন সরসীর প্রস্ফু-
টিত পদ্ম। হঠাৎ চিঠিখানা দেখেই, মনটা কেমন খারাপ
হয়ে গেল, তাতেই সে সরলার প্রতি অনর্থক দোষা-
রোপ করেছি। ছি, কাজটা বড় অন্যায় হয়েছে;
আমার কেমনই স্বভাব, একটু কিছু হলেই অমনি রাগের
উদয় হয়। (কিয়ৎক্ষণ পরিক্রমণানন্তর) আচ্ছা, চিঠি-
খানা লিখ্‌লে কে? ভিতরের লেখা ত স্ত্রীলোকের লেখার
মতই বোধ হচ্ছে। দূর হোক্, আর ও বিষয় ভাব্‌বো না,
—যতই ভাববো, ততই মন খারাপ হয়ে যাবে। (দূরে
চাকরকে আসিতে দেখিয়া) এইবার বেশ্ হয়েছে, চাক
আসছে;—এখনি সব জানা যাবে। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ

থাকিয়া) আচ্ছা, চারুই বা আজ্ এমন ভাবে আস্‌ছে কেন? যেন কত বিপদই উপস্থিত,—আস্‌ছে, অথচ যেন পা উঠ্‌ছে না,—আবার থেমে থেমে দাঁড়াচ্ছে; ব্যাপার খানা কি? কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে; যাই ওকে ধরে নিয়ে আসি।

(প্রস্থান ও চারুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ প্রবেশ)

সুরে। আচ্ছা, কি হয়েছে বল দেখি,—আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

চারু। সুরেন, কি বল্‌বো ভাই, একেবারে সর্ব্বনাশ হয়েছে; আমার মনের যত আশা ভরসা সকলই স্বপ্নে পরিণত হলো; বিষম মনোবেদনায়, আমার অন্তর্দাহ হচ্ছে।

সুরে। (সসব্যস্তে) কেন? হঠাৎ এমন কি হয়েছে, যাতে তোমার এত কষ্ট হচ্ছে?

চারু। ভাই, দুঃখের কথা বল্‌তে, তুমি ভিন্ন, জগতে আর আমার কেহই নাই। বাল্যকাল হতে আমাদের অকৃত্রিম প্রণয়; আশা ছিল, সুরবালার সঙ্গে তোমার বিবাহ হলে, সেই প্রণয় আরও বদ্ধমূল হবে, আর সেই সঙ্গে পিতার দুষ্প্রবৃত্তি স্নেহে পরিণত হবে। সুরেন, এখন আমার সকল আশাই নিষ্ফল হলো——

সুরে। (অন্যমনস্ক ভাবে) আঁ্যা, তবে কি সুরবালাই এ চিঠি লিখেছে?

চারু। কি চিঠি সুরেশ? সুরবালা কি তোমায় চিঠি লিখেছে?

সুরে। হাঁ, লিখেছে,—তা বেশই লিখেছে। তার জন্যে তুমি এত কষ্ট পাচ্ছো কেন? সুরবালার অনিচ্ছা সত্ত্বে, বিয়ে হতেই পারে না; চিরকালের জন্যে, এক জনের মনের সুখ নষ্ট করা আমারও ইচ্ছা নয়—আর তার জন্যে তোমারও কাতর হওয়া অন্যায়। এই দেখ, সুরবালা স্পষ্টই লিখেছে, এ বিয়েতে তার মত নাই। (পত্র প্রদান)

চারু। (পত্র পাঠ করিয়া) বাবা, সুরবালা সরলা বালিকা; তার মুখ দেখেও কি তোমার অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হলো না! তার সকাতর ক্রন্দনে, তোমার পাষাণ হৃদয় দ্রব হলো না! তুমি রাগে অন্ধ হয়ে, সন্তানের জীবনকে তুচ্ছ বোধ কল্লে। হায়! সুরবালা তোমার কোমল অন্তঃকরণে এ আঘাত কখনই সহ্য হবে না; বাবা, শীঘ্রই তাঁর অস্বাভাবিক ক্রোধের বিষময় ফল ভোগ কর্‌বেন, তা আমি বেশ্ বুঝ্‌তে পাচ্ছি।

সুরে। (চারুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) চারু! কি হয়েছে, বলো না। তোমার অবস্থা দেখে, আর তোমার কথা শুনে, আমার বিশেষ কষ্ট হচ্চে। যদি কোন বাধা না থাকে, তা হলে সমুদয় ঘটনাটা বিশেষ করে বলো।

চারু। ভাই, তোমার কাছে আমার গোপনীয় কিছুই নাই, বিশেষ উপস্থিত ঘটনা তোমাকে বল্‌বো বলেই এসেছি।

সুরে। শীঘ্র বলো, আমার মন বড় ব্যস্ত হচ্ছে।

চারু। সুরেন, আমি জন্ম ভূমির কাছে, শেষ বিদায় গ্রহণ করেছি; এখন তোমার কাছে একটি মাত্র ভিক্ষা—

সুরে। (চমকিত ভাবে) একি চারু! তুমি আজ নূতন হয়ে এলে নাকি? যার কাছে শুদ্ধ মুখের কথায় কায পেতে পার, তার কাছে ভিক্ষা কেন?

চারু। না, না তা নয়—তবে কিনা, কোন গুরুতর বিষয় সহসা মুখ থেকে বেরোয় না; শোন, সব বল্‌ছি; তোমাদের উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার অনুভব করে, বাবার অজ্ঞাতসারেই, আমি বিয়ের ঠিক করেছিলেম তা অবশ্য জান। এই বিয়েতে বাবার সঙ্গে তোমাদের শত্রু-ভাব দূর হবে, তাও আমার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

সুরে। ছিল, বেশ্। বিয়ে না হলেও, যা আমি একবার স্বীকার করেছি, তার অন্যথা কখন হবে না। সেই জন্যে কি তুমি এত কাতর হচ্ছো?

চারু। হাঁ, এও একটা ভাবনা ছিল বটে, কিন্তু আমার বেশ্ বিশ্বাস ছিল, যে আমি ভিক্ষা চাইলে, এ জগতে তোমার কিছুই অদেয় নাই। সুরবালার আসন্ন মৃত্যু, আর সেই জন্যে পিতার নিদারুণ শোক যাতনা, তাই ভেবেই, আমার মন বড় কাতর হয়েছে।

সুরে। (ব্যস্ত ভাবে) সুরবালার আসন্ন মৃত্যু! সেকি? তুমি ক্ষেপেছ নাকি—না কিছু খেয়ে এসেছ?

চারু। এঁদুরের কিছু হলেও, আক্ষেপ থাকত না। বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, যদিও সে কথা খুব গোপনে ছিল; কিন্তু কেমন করে, কে জেনে গিয়ে, বাবাকে সব বলেছে।

সুরে। (সবিস্ময়ে) বটে! তার পর?

চারু। তিনি তা শুনে একেবারে ভয়ানক চটে গিয়েছেন। কাল হঠাৎ বাড়ীতে এসে, একেবারে হুলস্থূল বাধিয়েছেন। পাগলের মত যা ইচ্ছা বক্‌ছেন—যাকে তাকে মার্ ধর্ কচ্ছেন। আমাকে যথেষ্ট বক্‌লেন, তখন আমি তোমাদের বিষয়, সকল ভেঙে বল্‌লেম; আশা ছিল, সমুদয় জান্‌লে, হয় ত তাঁর মন অনেক নরম হতে পারে; কিন্তু কাযে, তার বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েচে। তিনি আমার কথা শুনে, আরও জ্বলে উঠে বল্‌লেন, "আচ্ছা তাকেই আগে দেখে আসি," বলেই চলে গেলেন। তার পর রাত্রিতে সরোজিনীর মুখে শুনেছি, যে একটা কি লিখবার জন্যে বাবা, সুরবালাকে তাড়না কচ্ছিলেন। সুরেন, আমার বোধ হয় এই-ই সেই লেখা হবে। আহা, ছেলে মানুষ—ভয়ে লিখে দিয়েছে; তার পর, তাতেও বিশ্বাস হয়নি,—তাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন; আর প্রতিজ্ঞা করেছেন, আজই হুগলীর রামলাল মুখুয্যের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। আমি প্রাণান্তেও তা দেখ্‌তে পার্‌বো না বলেই চলে এসেছি; কোন রূপ সুবিধা না হলেও, আর যেতে ইচ্ছা নাই।

সুরে। যা ভেবেছিলেম, তাই হলো! উঃ, পিতা সন্তানের প্রতি এমন নিষ্ঠুর!! (চারুর প্রতি) চারু, সুরবালাকে আমি প্রাণের সঙ্গে ভালবাসি, আর বিয়ে হলে, বিশেষ সুখী হতেম—এমন কি, না হলেও আমার জীবনের সমস্ত সুখের শেষ হবে, তথাচ আমি তার আশা ত্যাগ করেছি। এখন সুরবালাকে সুখী দেখলেও, আমার মন অনেক ভাল থাক্‌বে। তুমি তাই বাড়ীতে যাও, আর যাতে তার কোন অমঙ্গল না হয়, সে জন্যে বিশেষ সতর্ক হও।

চারু। আজ বিয়ে দেবেন; আমি যে তাকে কি করে রক্ষা কর্‌বো, ভেবে পাচ্ছিনে।

সুরে। (সবিস্ময়ে) আজ? তবে কি কোন উপায় হবে না। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) আচ্ছা, বেশ, আমিও চল তোমার সঙ্গে যাবো, দুজনেও কি কোন উপায় কত্তে পার্‌বো না? এখন এসো, অনেক বেলা হয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অঘোর বাবুর বাটী, বাসর ঘর।

শয্যার উপরিভাগে এক দিকে অবনত মস্তকে সুরবালা, অন্যদিকে রামলাল ও অপর কয়েকটি স্ত্রীলোক উপবিষ্টা।

১মা স্ত্রী। (অন্য এক জনের সহিত পরামর্শ করিয়া রামলালের প্রতি) ওহে ভাই, তবে তোমরা আমোদ আহ্লাদ করো; আমরা আর কেন তোমাদের কণ্টক হয়ে থাকি? (সকলের উত্থান)

রাম। (ব্যগ্রতার সহিত) হাঁ-হাঁ,—তা-তা যাবে? তবে যা-ও। আর একটু-একটু-থাক্‌লে,—তা যা——

(সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া নিষ্ক্রান্ত)

রাম। (কিয়ৎ ক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে সুরবালার দিকে দেখিয়া স্বগত) এতক্ষণ যত বেটিয়ে বিরক্ত কচ্ছিল, তার-পর উঠে গেলে, দুটো আমোদ আহ্লাদ কর্‌বো, তা এ দেখ্‌ছি অভিমান করেই রয়েচে। যাই হোক্ "বিকলে রজনী যায়"—যেরূপে হয়, ওকে শান্ত কত্তে হচ্চে। (প্রকাশ্যে) প্রাণেশ্বরি! একবার এসে আমার হৃদয় সিংহাসন উজ্জ্বল করো, (সুরবালার হস্তধারণ পূর্ব্বক)

ছিঃ, আজ্ কি এমন করে থাক্‌তে আছে ? আমার মনের ভিতর যে কি হচ্ছে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছো না ? এসো, আমার কাছে লজ্জা কি ?

(সুরবালা কর্ত্তৃক রামলালের হস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত)

রাম। (সহাস্যে) একি ? তুমি আমার উপর কি অভিমান করেছো ? (স্বগত) আমার কথা কি, কিছু জান্‌তে পেরেছে নাকি ? (প্রকাশ্যে) কোন্ ব্যাটা বুঝি আমার নামে মিথ্যে করে, কি বলেছে ? তাতে ত তোমার অভিমান হতেই পারে ;—পতিনিন্দা কি স্ত্রীর সহ্য হয় ? তা সে সব মিথ্যে কথা, তুমি কিছু বিশ্বাস করো না। এসো (হস্তধারণ)

সুর। (হাত ছাড়াইয়া) দেখ, আমায় বিরক্ত করো না। (নীরবে রোদন)

রাম। (মাথা নাড়িয়া অনাত্তিকে মৃদুস্বরে) হুঁ হুঁ দেখ্‌ছি কোন ব্যাটা নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বনাশ করেছে ; বেশ্যা টেশ্যার কথা সব বলে দিয়েছে, তাতেই দেখ্‌ছি তারি চটে গিয়েছে। একেবারে কেঁদে ফেলেছে, দেখ্‌ছনা ? যাই হোক্, এখন কাযেই মান ভঞ্জের পালা ধর্‌তে হচ্ছে ; (সুরবালার প্রতি) প্রিয়ে, আমার অপরাধ ক্ষমা করো ; (সুরবালার পদধারণ পূর্ব্বক) আমি এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি কচ্ছি, আর কখন কোথাও বেড়াতে যাব না, কি কিছু খাবও না—তুমি যা বল্‌বে, তাই কর্‌বো।

সুর। (পা ছাড়াইয়া) তুমি আমায় ছুঁয়োনা বল্‌ছি।

রাম। (স্বগত) বেটি যেন কেউটে সাপ্‌, আ খেলে বা। আচ্ছা বাবা, দেখি তুমি কেমন সাপ, আর আমি কেমন ডাক্তার। (প্রকাশ্যে) তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?

(সুরবালা নিরুত্তর)

রাম। কিও, উত্তর দেওনা যে? বলো, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?

সুর। কাঁদ্‌ছি, আমার মনের দুঃখে।

রাম। কেন? তোমার কিসের দুঃখ?

(সুরবালা নিরুত্তর)

রাম। তুমি আমার কথা শুন্‌বে না?

সুর। না—কখনই না।

রাম। তুমি জানো, তুমি আমার স্ত্রী, তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—তোমাকে আমি যা ইচ্ছা কর্‌তে পারি।

সুর। আমার উপঃ তোমার কোন অধিকার নাই, —আমি তোমার স্ত্রী নই।

রাম। (ব্যঙ্গভাবে) বাঃ এই যে দিব্যি জ্ঞান জন্মেছে। লেখা পড়া শিখে এই হয়েছে বুঝি? দেখো, আমি তোমায় বল্‌ছি, তোমার হাতে যদি কখন বই দেখ্‌তে পাই, তা হলে ভারি অন্যায় হবে;—আমি ওসব ভাল বাসিনে। মেয়ে মানুষের আবার লেখা পড়া কেন? রাঁধ্‌বে, খাবে, শোবে—বস্‌।

সুর। তোমার মত লোকের মুখে, এরূপ কথাই ভাল দেখায়।

রাম। (সরোষে) কি? আমি মুখ্যু! এতবড় কথা? বাড়ীতে এনে, আমার অপমান!! আমি এখনি তোর বাপকে সব বল্‌বো।

সুর। যাও—অনায়াসে বল্‌তে পার।

রাম। (কিয়দ্দূর গিয়া পুনরাগমন) ছিঃ, আমার সঙ্গে কি ওরূপ কত্তে আছে? এসো (সুরবালার হস্তধারণ)

নেপথ্যে। হাঁ্যা গা, জামাই বাবু, তোমাকে কে একটি বাবু ডাক্‌ছে।

রাম। (বিরক্ত হইয়া) কেরে তুই? কোথায় বাবু আবার এখন মত্তে এলো?

(নেপথ্যে) আ মরি, বাছার কথা শুনেই প্রাণ শীতল হয়। তোমারই কোন প্রাণের সুহৃদ এসেছে—একটু ছেড়ে এসো (উচ্চহাস্য)

রাম। আঃ, জ্বালাতন কল্লে; (সুরবালার প্রতি) তুমি ভাই একটু বসো, আমি এই এলেম্ বলে। (প্রস্থান)

সুর। (কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বার রোধ পূর্ব্বক) এমন সুবিধে আর হবে না; আজ্ সমস্ত দিন ছুরিখানি নিয়ে বেড়াচ্ছি, এমন সময় পেলেম যা যে একেবারে সকল যাতনা থেকে মুক্ত হই। (বক্ষঃস্থল হইতে লুক্কায়িত ছুরিকা উন্মোচন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া) হায়!

আত্মহত্যায় যে আমার জীবন শেষ হবে, তা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি ;—আজ আমার পৃথিবী ত্যাগ কত্তে হবে,—আজ আমার সমস্ত আশার শেষ হবে। ওহ্, কি কষ্ট! বাবা, কেন তুমি আমার উপর এত নির্দ্দয় হলে? তুমি আমাকে কত ভাল বাস্‌তে—কত আদর কত্তে, এখন একেবারে সব ভুলে গেলে—সন্তান বলে একটি বারও মুখের দিকে চাইলে না? আমি যাকে একবার মন প্রাণ সমর্পণ করেছি, কেমন করে আবার তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবো? (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) হৃদয়-নাথ! যে মুহূর্ত্তে তোমার দেব-মূর্ত্তি দেখেছি, সেই অবধিই আমার মন প্রাণ তোমার চরণে সমর্পণ করেছি মনে বড় আশা ছিল, চিরজীবন তোমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করে, চিরকাল সুখে যাপন কর্‌বো, আমার সে আশা ফুরায়েছে—এজগতে আমার সকল সাধই মিটেছে। প্রাণনাথ! বড় দুঃখ রইল, যে এই সময় একবার তোমাকে দেখ্‌তে পেলেম না, তা হলে আর আমার কোন ক্ষোভ থাকৃতো না—সুখে মর্‌তে পেতেম। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) পরমেশ্বর! তুমি অন্তর্যামী, আমার মনের অবস্থা সকলই জান; তুমি যেন আমায় পাপিয়সী বলে ঘৃণা করো না। তোমার কাছে গেলে, সকল জ্বালা জুড়বে,—তাপিত প্রাণ শীতল হবে বলেই, আজ আত্ম-হত্যাকে পাপ বোধ কচ্চি না; একটি বড় পাপ থেকে

রক্ষা পাওয়ার জন্যে, আজ এই পাপ-পথ অবলম্বন করেছি, —আর কোন পথ নাই বলেই ধরেছি। আমি, নিঃসহায়া অবলা,—বড় কষ্টে পড়েই, তোমার কাছে যাচ্ছি, আমাকে ক্ষমা করো, তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিও।

নেপথ্যে। (দ্বারে আঘাত) একি? দোর বন্ধ কল্লে কেন?

সুর। (চমকিত হইয়া) আর বিলম্ব করা হবে না, আবার কি বিপদ্ ঘট্‌বে? (দীর্ঘ নিশ্বাস) মাগো! অনেক দিন তোমাকে দেখিনি; তুমি ফেলে গিয়েছো, আর আমার মুখেরদিকে চায়, এমন কেউ নাই; আজ আমার সে ক্ষোভ দূর কর্‌বো।

নেপথ্যে। (দ্বারে আঘাত) বাঃ! দোর খুল্‌বে না? আচ্ছা এইবার মজাটা দেখাচ্ছি।

সুর। আর না! বাবা, এই সময় একবার দেখে যাও, সুরবালার মনের বল আছে কি না। (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন) মা-গো-সু-র্‌—রে——(মৃত্যু)

(কিয়ৎক্ষণ উপর্য্যুপরি দ্বারে আঘাত ও পরে দ্বার ভাঙ্গিয়া বেগে অঘোর বাবু ও রামলালের প্রবেশ।)

অঘো। অ্যাঁ, এ কি? একেবারে রক্তের ঢেউ খেল্‌ছে যে। (উভয় হস্তে মস্তক ধারণ পূর্ব্বক নিস্পন্দ ভাবে উপবেশন)

রাম। (কিয়ৎক্ষণ সুরবালার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া দুই এক পদ পশ্চাদ্গমন পূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত)

অঘো। সুরবালা, ও সুরবালা! (নাড়িয়া দেখিয়া) আর সুরবালা! সুরবালা আমার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়ে গেছে। আহা, তার মনের অবস্থা বুঝেও বুঝ্‌লেম না,—নিজের জিদ্ বজায় রাখ্‌লেম,-একেবারে উন্মত্ত হলেম। পিতা হয়ে,—অপত্য স্নেহ বিস্মৃত হয়ে,—সুরবালার বুকে ছুরি বসালেম,-সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলেম। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ) ওহ! তার সেই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি শুনে, আমার কঠিন অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হলো না,—পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হলো না! হবে কেন? যে অন্তঃকরণ চিরকাল পাপ কর্ম্মে কলুষিত হয়ে গেছে, তার কাছে দয়া মায়ার আশা হতেই পারে না। হায়, আমি জীবনে একটিও সৎকর্ম্ম করি নাই, কি শৈশবে, কি যৌবনে, এপর্য্যন্ত যা করেছি, সকলই অসৎ,—সকলই ধর্ম্ম-বিগর্হিত। আমি নিজের পাপ-ইচ্ছা পুরণ কর্‌বার জন্যে, যে কত অবলার ধর্ম্মনষ্ট করেছি,—কত পতিব্রতার জীবন-সর্ব্বস্ব পতি বিনাশ করেছি—কত সম্ভ্রান্ত পরিবারকে পথের ভিখারী করেছি, তার সংখ্যা হয় না। এইবার সকলের শেষ হবে,—সুরবালার রক্তে, সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো! এত দিন যত পাপ করেছি, এখন যেন সমুদয় মুর্ত্তিমান হয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়ায়ে, সহাস্য বদনে, উপহাস কচ্ছে। এত দিন যেন কিসে মায়াবলে, আমার জ্ঞানকে আচ্ছাদন করে রেখেছিল; এত যে

পাপের ঢেউ খেলেছে, তা দেখেও দেখতে পাইনি, বুঝেও বুঝতে পারিনি ; আজ সুরবালা সে আবরণ খুলে দিয়েছে,—আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে, অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে ; এখন সব পরিষ্কার,—সকলই দেখ্‌তে পাচ্ছি,—সকলই বুঝ্‌তে পাচ্ছি। প্রাণে, পাপের আগুণ ধরে উঠেছে - ধূ ধূ করে জ্বলছে,—আর নিববে না। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ) পরমেশ্বর! তোমাকে সকলেই দয়ার সাগর বলে, তবে আমার প্রতি কেন এত নির্দ্দয় হলে? আমি ঘোর পাপী,—সেই জন্যে? তবে চিরকাল আমার মনকে অজ্ঞান-অন্ধকারে ঢেকে রাখ্‌লে না কেন? তা হলেত কিছুই বুঝ্‌তে পারতেম না,—আরও পাপে ডুবতম। যখন দয়া কল্লে,—অন্ধকার তুলে দিলে, তবে কেন একটু আগে দিলে না? আহা! তা হলে ত আমার প্রাণপুতলি আমায় ছেড়ে যেত না,—আমার সুরবালাকে হারাতেম না। (সুরবালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা, আমার সোণার প্রতিমা গড়াগড়ি যাচ্ছে, এ দেখে আমার হৃদয় এখনও বিদীর্ণ হলো না! হবে কি, যদি হৃদয় থাক্‌তো, তা হলে বিদীর্ণ হতো ; এ যে পাষাণ হয়ে গেছে,—পাষাণের চেয়েও কঠিন হয়ে গেছে ; যা মাল্লে ভাঙবে না,—পোড়ালেও ফাটবে না। ওহ! পিতা মাতা জগতের মধ্যে পূজনীয়,—পিতা মাতার স্নেহ সন্তানের প্রতি প্রবল, আমি সেই চিরনিয়ম ভঙ্গ কল্লেম,—পিতা

হয়ে সন্তানের রক্ত পান করলেন। (কিয়ৎক্ষণ সুরবালার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া) আর মা, তোকে জন্মের শোধ একবার কোলে করি, (সুরবালাকে ক্রোড়ে ধারণ) বুকের মধ্যে যেন কেমন কচ্ছে,—জ্বলন্ত আগুণ আরও জ্বলে উঠ্‌ছে,—কিছুতেই নিবুতে চায় না। (সুরবালার বক্ষঃস্থলে ছুরিকা দেখিয়া) ও, একি ? ছুরি ? (মূর্চ্ছা)

(নেপথ্যে) কোন্ ঘরে ? কোন দিকে ?

(নেপথ্যে) আসুন মশায়, আমার সঙ্গে আসুন।

রামা ও একজন প্রতিবেশীর প্রবেশ।

প্র। কৈ, তিনি কোথায় ?

রামা। (কম্পিত স্বরে) ওগো, তিনিও বুঝি মরেছেন, ঐ দেখুন—(হস্ত দ্বারা প্রদর্শন)

প্র। ও, তাইত, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!! অঘোর বাবুর অবিবেচনায় এমন বিষময় ফল হবে, এ স্বপ্নেও ভাবা যায় নি; যাই হোক সংসারটা একেবারে উচ্ছন্ন গেল। চাক্ কে কোথায় তার ঠিক নাই, এদিকেত এই কাণ্ড উপস্থিত; চাকর স্ত্রীও নিতান্ত বালিকা, সেই বা কি করবে।

রামা। কর্ত্তা এখানে আছেন বলে, তিনি আসতে পাচ্ছেন না, উপরে বসে কাঁদ্‌ছেন।

প্র। আহা! তা আর কাঁদবেন না, এ ঘটনা দেখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়।

রামা। (ব্যস্ত ভাবে) ওগো মশায়, কর্ত্তা বুঝি বেঁচে আছেন; ঐ দেখুন, আমার দিকে চেয়ে আছেন।

প্র। তাইত, (অঘোর বাবুর প্রতি) মেজদাদা, উঠুন যা হওয়ার হয়ে গেছে, তার জন্যে আর নিজের শরীর নষ্ট কল্লে কি হবে। (মৃদুস্বরে) এ আবার কি?—দাঁত মুখ খিচুচ্ছেন কেন?

অঘো। (ব্যস্তভাবে উঠিয়া) ওকি? অমন কচ্ছো কেন? তলোয়ার! কাটবে? আজ ক্ষমা কর—তোমার দুটি পায়ে ধরি, আজ ক্ষমা কর, তুমি আর কখনও কারও মন্দ করবো না; তোমার যা যা নিয়েছি, সব ফিরিয়ে দিচ্ছি—আমার যত কিছু আছে, তাও নেও, আমাকে প্রাণে মেরো না। (পদধারণে অগ্রসর)

প্র। (পশ্চাতে সরিয়া) মশায়, করেন কি, করেন কি? (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! বিপদের উপর বিপদ! ইনিও ত বিলক্ষণ খেপে উঠেছেন, দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে রামার প্রতি) তুই, ছোটকাকা আর বিপিনকে ডেকে নে আয়। [রামার প্রস্থান।

অঘো। (অন্যদিকে ফিরিয়া) এ আবার কে? সুরেন? আমার সুরবালার হৃদয়-নিধি? বাবা—আর কেন? আমি যেমন কায করেছিলেম, তার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছি, আমার সর্ব্বস্ব-ধন সুরবালা আমায় ছেড়ে গেছে; আমার জীবন, দেহ ছেড়ে চলে গেছে। শূন্য দেহে, আঘাত করে

কল কি বাবা? এসো, তুমি আর চারু, দুজনে আমার কোলে বসো, তবু আমার প্রাণ, অনেক শীতল হবে। আমাকে আর অবিশ্বাস করো না; এখন আমার মনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে; দেখ্তে চাও?—বুক চিরে দেখাব? এই দেখো (উভয় হস্তে বক্ষঃস্থল চিরিতে উদ্যত)

প্র। (হস্ত ধরিয়া) মশায় করেন কি? ক্ষান্ত হউন।

অঘো। বুকচিরে দেখালেম্ তবু বিশ্বাস হলো না! (কপালে করাঘাত পূর্ব্বক) হা, রে অদৃষ্ট! (হঠাৎ চমকিত হইয়া) ও কারা আস্‌ছে—সকলেই খড়্গ হস্ত, —মার্‌বে? এদের আমি মেরে ফেলেছি, আবার বেঁচে উঠেছে! এবার আর রক্ষা নাই। বন্দুকের গুলির মত ছুটে আস্‌ছে; একি! চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে! পালাবার পথ নাই! মারে, মা—(মূর্চ্ছা)

প্র। উঃ, কি ভয়ানক! এত দিনের সমুদয় পাপ কর্ম্ম গুলি, একেবারে মনে উদয় হয়েছে বুঝি।

(রামা ও দুই জন ভদ্রলোকের প্রবেশ)

প্র। ছোটকাকা, দেখ্‌ছেন কি, একেবারেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

২য় প্র। তাইত; এখন উপায় কি?

প্র। সেই জন্যেইত আপনাদের ডাক্‌তে পাঠালেম্

২য় প্র। পুলিসে সংবাদ দেওয়াটা, নিতান্তই আবশ্যক হচ্চে। বিপিন, তুমিই নয় যাও।

৩য়। যে আজ্ঞা এখনি যাচ্ছি।

২য়। (রামার প্রতি) ওরে একটু তামাক দে আয় দেখি।

রামা। (জনান্তিকে) কোথাকার আপদ্! আমরা মরি এক জ্বালায়, ওর আবার এখন তামাক খাওয়া চাগ্‌লো।

[প্রস্থান।

অঘো। (উঠিয়া) বাহবা বাহবা! এই যে, এই যে আমার সুরবালা—বেঁচে উঠেছে; এসো মা, আমার কোলে এসো, (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) ওকি? আমাকে ভয় কি? পালাও কেন? আমি আর মার্‌বো না; তবু যাচ্ছ—আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? একবার ছুরি মেরেছি কিনা; আহা এখনও মায়ের বুকে, ছুরি খানি ঠিক তেমনি ভাবে রয়েছে। (হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক) আয় মা, আমি ছুরি খানা তুলে দেই। আস্‌বে না?—কোথায় যাচ্ছ? ও কে? সুরেন? বাঃ, দিব্য মানিয়েছে। সুরেনের পাশে সুরবালা। ভয় কি? আমি আর কিছু বল্‌বো না। আহা! তোমাদের যুগল মূর্ত্তি, যে এক স্থানে দেখ্‌তে পাবো, এমন আশা ছিল না। আজ্ আমি বড় সুখী হয়েছি, আমার সব জ্বালা দূর হয়ে গেচে—প্রাণ শীতল হয়েছে। আহা! ব্রাহ্মণী এসে দেখ্‌লে কত সুখী হবে; আমি যাই তাকে ডেকে নিয়ে আসি।

ভাস্‌লো আমার সুখের তরি, দেখ্‌বি সকলে,
আমার গৌরাঙ্গ ফিরেছে ঘরে, হরি হরি বলে।
হা—হা—হা। (বেগে প্রস্থান)

৩য়। আর এখানে বসে ফল কি? চলুন ঘর বন্ধ করে বাহিরে গিয়ে বসা যাক্।

২য়। হাঁ, তাই চল। (সকলের প্রস্থান)

নেপথ্যে গীত।

পাহাড়ী—আড়া।

হায়, কি হলো কোথায় গেল, আমার জীবন-ধন,
বুঝি বাহিরায় প্রাণ, বিনা তার দরশন।
যত আশা মনে ছিল, আজি সব ফুরাইল,
সুখ-রবি অস্ত গেল, কেমনে ধরি জীবন।
প্রাণসখি কোথা গেলে, অভাগীরে একা ফেলে,
অন্তরে আগুন জ্বেলে, নিভাব কেমনে এখন।

পট ক্ষেপণ।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

শ্মশান।

প্রজ্বলিত চিতার নিকটে রামা ও কয়েক জন ভদ্র লোক উপবিষ্ট।

১ম। ছোট খুড়ো, ঘটনাটা সব শুনেছেন?

২য়। হাঁ, বিয়ের সময়ই সব শুনেছি। অঘোরের নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কাযটা হয়েছে। আর কেউনা তোমার ছেলে, সে বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছে, আরও বিশেষ যখন দেখতে পাচ্ছো, সে ছেলে ভাল—আবার তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েছে, তখন তার সঙ্গে বিয়ে দিলে সকল দিকেই ভালো হতো।

৩য়। তাদের সঙ্গে ওঁর মোটেই সদ্ভাব ছিল না, সেই জন্যই এ ঘটনা হয়েছে।

১ম। আরে ভাই, শুধু তাও না; মেজদা ভারি একরোকা লোক, তা ত জান, তাতে আবার নাকি তারা কি একটা মিথ্যে মোকদ্দমার চেষ্টায় ছিল, তাইতে আরও চটা ছিলেন।

২য়। ভাল, এ হতভাগাটা—জুট্‌লো কোত্থেকে?

১ম। তা বুঝি জানেন না? মেজ্‌দা যখন শান্তিপুরে ছিলেন, সেই সময় চাক কিনা বিয়ের ঠিক করে; ও

বেটা, কেমন করে জান্‌তে পেরে, তাঁর কাছে সংবাদ দেয়; তিনি শুনে, একেবারে চটে গেলেন, ও সেই উদ্যোগে, ছুটো খোসামুদি করে, নিজের কাজ সেরে নিলে।

৩য়। সে বেটা কোথায় গেলো?

১ম। (সহাস্যে) সে যে কোথায় পালিয়েছে, তার ঠিক নাই।

২য়। অঘোরের দুর্ব্বুদ্ধিতে, একেবারে ঘরটি ছার খার হয়ে গেলো। আহা, এমন যে মেয়ে, সে আত্ম-ঘাতিনী হলো,—অঘোর পাগল হলো, আবার শাক যে কোথায়, তার ও ঠিক নাই। অঘোরকে ধর্‌তে পেরেছে কি?

৩য়। বাড়ীর দরয়ান দুজনে, তাঁর পিছু পিছু আছে, বোধ হয় এতক্ষণ ধর্‌তে পেরেছে।

রামা। (ব্যগ্রভাবে) ঐ গো, একটা ভুত, হাততুলে এইদিকে আস্‌ছে (কম্পন)।

১ম। আরে বেটা, ভয় কি? ও একটা পাগল বুঝি, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে?

২য়। (দেখিয়া ব্যস্ত ভাবে) আরে বাপু, ওটা—যে রকম আস্‌ছে, তা-তা—দেখে আমারই ভয় হচ্ছে, তা—ওতো একটা বালক। দূর হোক্‌, একটু তফাতে থাকাই ভাল।

৩য়। আপনি বলেন কি? আমরা এত গুলি লোক আছি, ও একা কি কর্‌বে?

২য়। নাহে বাপু, তোমরা ছেলে মানুষ, তোমাদের এক দশাই সতন্তর। এসো শীগ্‌গির এসো, ওটা এসে পলো যে।

(নেপথ্যে) কৈ, কোথায় গেলো?

২য়। দূর হোক, গোঁয়ারতমিতে কায নাই, মেরে ধরে বস্‌বে নাকি?

নেপথ্যে—একি? আগুণ! আগুণে পুড়িয়েছে! কে পোড়ালে? কোন নৃশংস এমন কায করে?

২য়। ঐগো—(সকলের পলায়ন)

উন্মত্তভাবে সুরেশের প্রবেশ।

নেপথ্যে—সুরেশ! থাম, থাম, একটু অপেক্ষা করো।

সুরেশ। ওহ! পাষণ্ডেরা, একবার দেখতে দিলে না! আমার প্রাণ-প্রতিমা বিসর্জন দিলে! সুরবালা! আমার প্রাণ-প্রতিমা! দাঁড়াও,—একটু দাঁড়াও। আমাকে সঙ্গে নেও; এই আমি চল্লেম।

(চিতানলে লম্ফ প্রদান)

বেগে চাকর প্রবেশ।

চাক। ওহ! পাল্লেম না,—রাখ্‌তে পাল্লেম না সুরবালার জীবনের সঙ্গে, আমার আশৈশব বন্ধুকে হারা-

লেম। হায়! জগতে আমার বল্‌তে আর একজনও রইলো না। আমার প্রাণের ভগ্নি সুরবালা, প্রাণের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মঘাতিনী হলো—পিতা জানের সঞ্চারে, কন্যার শোকে উন্মত্ত হলেন; আমার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব—সুখ দুঃখের সহচর, সুরেশ, বিশুদ্ধ প্রেমের বন্ধনে, সুরবালার শোক সইতে পারে না, তারই চিতা-নলে প্রাণ শীতল করে; আমার সরোজিনী—আমার হৃদয় সরসীর প্রফু্টিত কমল—অন্ধকার জগতের একমাত্র আলোক, সে কি, এ আঘাতে জীবিত আছে? আহা! শৈশবে পিতৃ মাতৃ হীনা হয়েও, সুরবালার গুণে মুগ্ধ হয়ে, সব ভুলে ছিল; সদাই হাসি মুখ, দুঃখ কাকে বলে তা যেন জানতো না; আজ্ সরোজ! তোমার বাল্য সহচরী তোমায় ছেড়ে গেছে—তোমার সুখের আধার ভেঙে গেছে, তোমাকে জীবিত দেখ্‌তে পাবো, আমার বিশ্বাস হচ্চে না। ওহ! সুরবালার জীবনের সঙ্গে আমার সমস্ত সুখের শেষ হলো।

গীত।

রাগিনী রামকেলি—তাল মধ্যমান।

সুখ-স্বপ্ন এই ভাঙ্গিল, হায় কি হইল;
এত সাধ এত আশা, সব আজি ফুরাইল।
অশেষ সুখ-আধার, ভাবিতাম এ সংসার,
আজি সে ভাবনা মোর, হইল দেখি বিফল।
কেনরে নিদয় শমন, হৃদয়ের প্রিয়ধন,
অকালে করে হরণ, জ্বালিলিরে শোকানল;
জীবনের প্রিয় যারা, কোথায় রহিল তারা,
ভাসায়ে শোক-সাগরে, একে একে লুকাইল।

রোদন করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।